

# সংগীত

## ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



“যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে  
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।”  
-বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

## সংগীত ষষ্ঠ শ্রেণি

### রচনা

রফিকুল ইসলাম  
শীলা মোমেন  
খালিদ হোসেন  
নীলুফার ইয়াসমিন

### সম্পাদনা

ড. করুণাময় গোস্বামী  
ড. সন্জীদা খাতুন  
সুধীন দাশ  
ফেরদৌসী রহমান

### পরিমার্জনকারী

ড. আলী এফ এম রেজোয়ান  
অধ্যাপক ড. অসিত রায়  
চন্দনা মজুমদার  
শারমিন সাথী ইসলাম  
সলোক হোসেন  
মোঃ এনামুল হক  
মাইনুল আহসান

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০০  
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০১৯  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে আশির দশকের শুরুতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছিল। এরপর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির তেমন কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্তন করা হয়নি। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মবিমুখতার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। এছাড়া প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে আত্মকর্মে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে সরকার নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিমার্জন ও নবায়নের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সাধারণ লক্ষ্য হলো: শিক্ষার্থীদের নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বীণ করা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। মূলত এ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে এবং বিষয়ের বিশেষ চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক নতুন পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সংগীত বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রবর্তিত না থাকায় এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নতুনভাবে প্রণয়ন করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টি পঠন পাঠন ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নিজ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল করার প্রয়াসে উচ্চাঙ্গ সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, পাঠ্যপুস্তকটি পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীরা অপসংস্কৃতি চর্চা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে এবং তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্য পুথিগত শিক্ষার সঙ্গে সুকুমার শিল্প চর্চার প্রয়োজন। সংগীত বিষয়টি শিক্ষার্থীকে সেই সুন্দর জীবনের সন্ধান দিতে পারে। সৌন্দর্যবোধের অনুশীলনের জন্য তাল-লয়, সুর ও বাণীর সমন্বয়ে সৃষ্ট সংগীতের শিক্ষা অপরিহার্য। সংগীত সাধনার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির যেমন বিকাশ ঘটতে পারে, তেমনি সাংস্কৃতিক ভুবনে উন্নতি সাধিত হতে পারে। সংগীতের তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কর্ম নৈপুণ্যের জন্য দরকার। ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সংগীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে থাকে। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞান লাভের ভিত্তিও রচিত হবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

যাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনা, সংশোধন, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও মুদ্রণের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হলো তারা উপকৃত হলে সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	তত্ত্বীয়	
প্রথম অধ্যায়	সংগীতের নীতি	১
প্রথম পরিচ্ছেদ	পরিভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	তাল প্রকরণ	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	সংগীতের ইতিহাস	৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংগীতগুণিদের জীবনী	১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	১৯
	ব্যাবহারিক	২১
তৃতীয় অধ্যায়	শাস্ত্রীয়সংগীত	২১
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাগান	৩৪

# প্রথম অধ্যায় সংগীতের নীতি

## প্রথম পরিচ্ছেদ পরিভাষা

### সংগীত

সাধারণত সংগীত বলতে গানকে বোঝায়। সংগীত কথাটি দিয়ে যন্ত্রসংগীতকে বা বাজনাতেও বোঝানো হয়। তবে সংগীত বলতে মূলত গীত, নৃত্য ও বাদ্যকে একত্রে বোঝায়। সংগীতকে ইংরেজিতে Music বলে। এই শব্দটির বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায়। কখনও শুধু যন্ত্রসংগীত, কখনও বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টিগত রূপ হিসেবে Music শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতএব গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটি পৃথক কলা সংগীতের অন্তর্গত। গীত মানে কণ্ঠসংগীত, বাদ্য মানে যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্য মানে মুদ্রা ও অভিনয় সহযোগে অঙ্গক্রিয়া।

### স্বর

সংগীতে ব্যবহৃত ধ্বনির নাম স্বর। শুদ্ধ স্বর ৭টি ও বিকৃত স্বর ৫টি। শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে মোট স্বরের সংখ্যা ১২টি। ৭টি শুদ্ধ স্বরের নাম হচ্ছে ষড়্জ, ঋষভ বা রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ বা নিখাদ। সংক্ষেপে এগুলোকে বলে সা রে গ ম প ধ নি।

### স্বরের শ্রেণি বিভাগ

১২টি স্বর প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত: শুদ্ধস্বর এবং বিকৃতস্বর। শুদ্ধ স্বর দুই প্রকার: চলস্বর এবং অচলস্বর। সাতটি শুদ্ধ স্বর হচ্ছে- সা রে গ ম প ধ নি। এর মধ্যে সা এবং প বিকৃত হয় না বলে এ দুটিকে বলে অচলস্বর। রে গ ম ধ নি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি বিকৃত হয় বলে এগুলোকে বলে চলস্বর।

### কোমলস্বর

বিকৃত স্বর দুই প্রকার- যেমন: কোমল ও তীব্র বা কড়ি। কোমলস্বর চারটি। এগুলো হচ্ছে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত এবং কোমল নিষাদ।

### তীব্রস্বর

তীব্রস্বরের সংখ্যা মাত্র একটি। সেটি হচ্ছে তীব্র মধ্যম বা কড়ি মধ্যম।

### স্বরের নাম ও স্বর চিহ্ন

স্বরলিপির অনেক পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। স্বরচিহ্ন এবং স্বরগুলোর নামের তালিকা নিচে আকারমাত্রিক এবং ভাতখণ্ডে পদ্ধতি অনুযায়ী দেয়া হলো:

### শুদ্ধস্বরের তালিকা

স্বরের নাম	স্বরের নাম (সংক্ষিপ্ত)	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
ষড়্জ	সা	স	সা
ঋষভ বা রেখাব	রে	র	রে
গান্ধার	গা	গ	গ
মধ্যম	মা	ম	ম
পঞ্চম	পা	প	প
ধৈবত	ধা	ধ	ধ
নিষাদ বা নিখাদ	নি	ন	নি

### বিকৃতস্বরের তালিকা

স্বরের নাম	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
কোমল ঋষভ	ঋ	রে
কোমল গান্ধার	গ	গ
কড়ি মধ্যম	ম	ম
কোমল ধৈবত	দ	ধ
কোমল নিষাদ	ণ	নি

### সপ্তক

সাত স্বরের সমষ্টিকে সপ্তক বলা হয়। কণ্ঠসংগীতে সাধারণত তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে— মন্দ্র সপ্তক, মধ্য সপ্তক ও তার সপ্তক। প্রচলিত কথায় এগুলোর নাম— উদারা, মুদারা ও তারা। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে উদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে হসন্ত এবং তার সপ্তকের স্বর চিহ্নে রেফ ব্যবহৃত হয়। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে উদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে স্বরের নিচে বিন্দু এবং তার সপ্তকের স্বর চিহ্নে স্বরের উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হয় এবং মুদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে উভয় পদ্ধতির স্বরলিপি লিখনে কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। তিন সপ্তকের অবস্থান নিম্নরূপ:

	উদারা	মুদারা	তারা
আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	স্বর্গজ্জগম্পদধ্বনি	স্বর্গজ্জগম্পদধ্বনি	স্বর্গজ্জগম্পদধ্বনি
ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে	সার্বেরেগগমপধ্বনি	সার্বেরেগগমপধ্বনি	সার্বেরেগগমপধ্বনি

### স্বরমালিকা

স্বরমালিকা এমন একটি গীত যাতে রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহ তালে আবদ্ধ করে পরিভ্রমণ করা যায়। এটি শাস্ত্রীয়সংগীতের একটি প্রাথমিক গীত প্রকার।

### জাতি

আরোহণ এবং অবরোহণের স্বর সংখ্যার হিসাবকে জাতি বলে। জাতি প্রধানত ৩টি। সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। সাত স্বরের রাগকে বলে সম্পূর্ণ জাতির রাগ। ছয় স্বরের রাগকে বলে ষাড়ব বা খাড়ব জাতির রাগ। পাঁচ স্বরের রাগকে বলে ঔড়ব জাতির রাগ। আরোহণ ও অবরোহণের স্বর সংখ্যাভেদে এই তিনটি থেকে নয়টি জাতি সৃষ্টি হয়। এগুলোর পরিচিতি নিম্নরূপ:

জাতির নাম	আরোহণের স্বর সংখ্যা	অবরোহণের স্বর সংখ্যা
সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	৭	৭
সম্পূর্ণ-ষাড়ব	৭	৬
সম্পূর্ণ-ঔড়ব	৭	৫
ষাড়ব-সম্পূর্ণ	৬	৭
ষাড়ব-ষাড়ব	৬	৬
ষাড়ব-ঔড়ব	৬	৫
ঔড়ব-সম্পূর্ণ	৫	৭
ঔড়ব-ষাড়ব	৫	৬
ঔড়ব-ঔড়ব	৫	৫



**আরোহ বা আরোহণ**

যেকোনো স্বর থেকে উপরের স্বরে যাওয়ার জন্য প্রতিটি রাগে একটি নির্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে একে বলে আরোহ বা আরোহণ। আরোহ দুই প্রকার। যেমন: সরল ও বক্র।

**অবরোহ বা অবরোহণ**

যেকোনো স্বর থেকে নিচের দিকে চলার জন্য প্রতিটি রাগে একটি নির্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে একে বলে অবরোহ বা অবরোহণ। অবরোহ দুই প্রকার। যেমন: সরল ও বক্র।

**বাদী, সমবাদী**

যে স্বরের অধিক ব্যবহারে রাগরূপ স্পষ্ট হয় তাকে বাদী স্বর বলে। রাগে যে স্বরটি বাদী স্বরের চেয়ে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তাকে সমবাদী স্বর বলে।

**অনুবাদী স্বর**

বাদী এবং সমবাদী স্বর ছাড়া অন্য যে স্বরগুলি রাগে ব্যবহৃত হয় তাদের অনুবাদী স্বর বলে।

**বিবাদী স্বর**

সাধারণত যে স্বর রাগে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু কুশলী শিল্পীগণ রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে স্বর ব্যবহার করে থাকেন তাকে বিবাদী স্বর বলে।

নিম্নে ১০টি ঠাটের নাম, স্বররূপ ও জনক রাগ এর পরিচিতি দেওয়া হলো:-

ঠাটের নাম	সাত স্বর	জনকরাগ
বিলাবল	সরগমপধন	বিলাবল
খাম্বাজ	সরগমপধণ	খাম্বাজ
কাফী	সরজ্ঞমপধণ	কাফী
আশাবরী	সরজ্ঞমপদণ	আশাবরী
ভৈরবী	সখ্যজ্ঞমপদণ	ভৈরবী
ভৈরব	সখ্যগমপদন	ভৈরব
কল্যাণ	সরগক্ষপধন	ইমন
মারওয়া বা মারবা	সখ্যগক্ষপধন	মারওয়া বা মারবা
পুরবী	সখ্যগক্ষপদন	পুরবী
টোড়ি	সখ্যজ্ঞক্ষপদন	টোড়ি

**শাস্ত্রীয়সংগীত**

শাস্ত্রীয় নিয়মে রচিত সংগীতকে শাস্ত্রীয়সংগীত বলে। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীতের মূল ধারা চারটি। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা। শাস্ত্রীয়সংগীতে বন্দিশে যে বাণী বা কথা রয়েছে তা সুর প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। বন্দিশাকে কেন্দ্র করে বিস্তার, তান, বাট, লয়কারী ইত্যাদি সুরকর্মই শাস্ত্রীয়সংগীতের বৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা, সারগামগীত প্রভৃতিতে রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়। শাস্ত্রীয়সংগীতে মূলত একটি রাগকে উপস্থাপন করা হয়। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় প্রকার নিবদ্ধ গানকে (তাল যুক্ত) বন্দিশ বলে।

**নাদ**

যেকোনো ধ্বনিকেই নাদ বলে। নাদ দুই প্রকার— আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

**আহত নাদ**

আঘাত বা ঘর্ষণজনিত কারণে যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাদ বলে। আহত নাদ দুই প্রকার— সাংগীতিক ধ্বনি ও অসাংগীতিক ধ্বনি বা কোলাহল।

**অনাহত নাদ**

আঘাত বা ঘর্ষণ ব্যতীত যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে অনাহত নাদ বলে।

**শ্রুতি**

স্বর পরিমাপের একককে শ্রুতি বলে। সময়ের পরিমাপের একক হিসেবে যেমন সেকেন্ডকে ধরা হয় তেমনি স্বর পরিমাপের একক হিসেবে শ্রুতিকে ধরা হয়। একটি সপ্তকে ২২টি শ্রুতি থাকে।

**বর্জিত স্বর**

রাগে যেসব স্বর বর্জন করা হয় তাকে বর্জিত স্বর বলে।

**পকড়**

যে সংক্ষিপ্ত স্বর সমাবেশ দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশিত হয় তাকে পকড় বলে।

**তান**

রাগে ব্যবহৃত স্বর বা স্বরসমূহের দ্রুত প্রয়োগকে তান বলে। এই তান সাধারণত আরোহ-অবরোহ এবং বক্র গতিতে সম্পন্ন হয়।

**লক্ষণগীত**

প্রতিটি রাগে কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। যে গীতিশৈলীতে রাগের লক্ষণগুলোর বর্ণনা থাকে তাকে লক্ষণগীত বলে।

**বন্দিশ**

সংগীতের স্বর কিংবা তবলার বাণীতে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাকে অবলম্বন করে সার্বিক উপস্থাপনা করা হয়, তাকে বন্দিশ বলে।

**পাল্টা**

সংগীতে সাতটি স্বরের নানারকম স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে আরোহণ এবং অবরোহণ করাকে পাল্টা বলে।

**রাগ**

শাস্ত্রীয় নিয়মে সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ স্বর এবং অনধিক সাত স্বরের ব্যবহারে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে রাগ বলে। রাগের দশ লক্ষণ এই শাস্ত্রীয় নিয়মের অধীন।

**জনক রাগ**

প্রচলিত রাগগুলোকে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে দশটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন যা ঠাট নামে পরিচিত। এই ঠাটগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি প্রচলিত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এদেরকে জনক রাগ বলে। জনক রাগের নামগুলোকে মূলত দশটি ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে।

**জন্য রাগ**

জনক রাগের সমাঙ্গিক অন্য রাগগুলোকে জন্য রাগ বলে।

### রাগের লক্ষণ

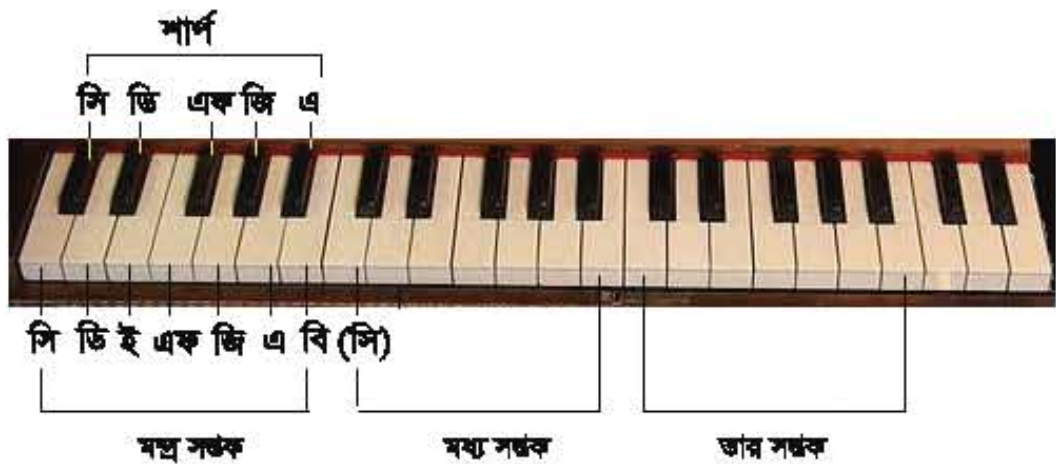
যে বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারোপেক্ষ মাধ্যমে একটি রাগের স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাকে রাগের লক্ষণ বলে। প্রাচীন এবং বর্তমান কালে রাগের দশটি লক্ষণ মানা হয়।

### স্বরলিপি

কঠ বা যন্ত্রে পরিবেশিত সুরসমূহের স্বর ও তালের নিয়মবদ্ধ লিখিত রূপকে স্বরলিপি বলে।

### হারমোনিয়াসের স্কেল পরিচিতি

সংগীতে ব্যবহৃত ১২টি স্বরের প্রতিটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতের খারায় এদেরকে স্কেল বলা হয়। নিচে এক সঙ্করের ১২টি স্কেল ত্রিভুজ নির্দেশ করা হলো:



চিত্র -২: হারমোনিয়াসের বিভিন্ন পর্দা ও স্কেল পরিচিতি

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### তাল প্রকরণ

#### তাল

সংগীতে মাত্রার ছন্দোবদ্ধ রূপকে তাল বলে। এই তাল মাত্রা, লয়, তালি, খালি, বিভাগ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। মাত্রা, আঘাত, অনাঘাত ও বিভাগের সমন্বয়ে সৃষ্ট ছন্দকলাকে তাল বলে। তাল দুই প্রকার— সমপদী তাল ও বিসমপদী তাল।

#### সমপদী তাল

যে তালের প্রতিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী তাল বলে।

#### বিসমপদী তাল

যে তালের প্রতিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা অসমান তাকে বিসমপদী তাল বলে।

#### তাললিপি

তালের লিখিত রূপকে তাললিপি বলে।

#### মাত্রা

তালের একককে মাত্রা বলে।

#### ঠেকা

প্রতিটি তালের বোল-বাণী যুক্ত একটি নির্দিষ্ট রচনা থাকে তাকে ঠেকা বলা হয়।

#### আঘাত

তালের কোনো কোনো মাত্রায় অতিরিক্ত ঝাঁক পড়ে এই স্থানগুলোকে আঘাত বলে। আঘাতের অন্য নাম তালি বা ভরি।

#### অনাঘাত

তালের কোনো কোনো মাত্রায় ঝাঁক পড়লেও তালি না দিয়ে উপরে হাত প্রদর্শিত হয়, এই স্থানগুলোকে খালি বা ফাঁক বলে।

#### গৃহ

এক বা একাধিক মাত্রার বিভাগকে বলে গৃহ।

#### সম

সাধারণত তালের প্রথম আঘাতকে বলে সম।

#### লয়

তালের গতিকে লয় বলে। লয় তিন প্রকার। যেমন: বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

#### বিলম্বিত লয়

ধীরগতির লয়কে বলে বিলম্বিত লয়।

#### মধ্য লয়

মাঝারি গতির লয়কে বলে মধ্যলয়।

#### দ্রুত লয়

দ্রুতগতির লয়কে বলে দ্রুত লয় বা জলদ।

### তাললিপি পরিচিতি

তাল লেখার পদ্ধতিকে বলে তাললিপি। এতে মাত্রা, সম, আঘাত, অনাঘাত ও বিভাগ চিহ্নগুলো নির্দেশ করে ঠেকার উল্লেখ থাকে। তালযন্ত্রে বোলসমূহ বিভাগ অনুযায়ী বাজাবার ক্রিয়াকে বলা হয় ঠেকা। ঠেকার নিচ দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে মাত্রা নম্বর দেওয়া হয় এবং ঠেকার ওপরে নির্দিষ্ট জায়গায় তাল চিহ্নগুলো দেওয়া হয়।

### তালের বর্ণ

তবলার তালকে প্রকাশের জন্য যে বাণী ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সংগীতে যেমন সাতটি স্বরের ব্যবহার রয়েছে, তেমনি তবলায় দশটি বর্ণ রয়েছে। বর্ণ দুই প্রকার— মৌলিক বর্ণ ও যৌগিক বর্ণ। যে বর্ণ এককভাবে প্রকাশিত হয় তাকে মৌলিক বর্ণ বলে। যেমন— তা বা না, তি বা তিন, তে, টে বা রে, থুন, দি বা দিন, ক বা কং, গে। যে বর্ণ তবলা এবং বায়া উভয়ের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বর্ণ বলে। যেমন— ধা, ধিন।

### তাল চিহ্ন পরিচিতি

	আকারমাত্রিক	ভাতখণ্ডে
সম	+	×
দ্বিতীয় আঘাত	২	২
তৃতীয় আঘাত	৩	৩
চতুর্থ আঘাত	৪	৪
অনাঘাত	০	০
বিভাগ		

### তাল: দাদরা

মাত্রা	৬
বিভাগ	২
ছন্দ	৩/৩
সম বা তালি	১ম মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	৪র্থ মাত্রায়
পদ	সমপদী
বাদন	তবলা

### দাদরা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩   ৪ ৫ ৬   ১
বোল	ধা ধি না   না তি না   ধা
চিহ্ন	×      ০      ×

## কাহারবা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ১
বোল	ধা গে তে টে । না গে ধি না । ধা
চিহ্ন	x                      o                      x

## ত্রিতাল তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১
বোল	ধা ধিন ধিন ধা । ধা ধিন ধিন ধা । না তিন তিন না । তেটে ধিন ধিন ধা । ধা
চিহ্ন	x                      ২                      o                      ৩                      x

## অনুশীলনী

## ক. রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। স্বর কাকে বলে? স্বরের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ।
- ২। শুদ্ধ স্বরগুলোর নাম ও স্বর চিহ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- ৩। সপ্তক সম্পর্কে লেখ।
- ৪। জাতি সম্পর্কে বর্ণনা কর।
- ৫। আরোহী ও অবরোহী বলতে কী বোঝায়?
- ৬। ঠাট বলতে কী বোঝায়? জনকরাগের নাম অনুসারে দশটি ঠাটের নাম লেখ।
- ৭। রাগ বলতে কী বোঝায়? রাগের লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা কর।
- ৮। তাল কাকে বলে? তাল কত প্রকার ও কী কী?
- ৯। উদাহরণসহ তাল চিহ্নের বর্ণনা দাও।

## খ. সংক্ষিপ্ত— উত্তর প্রশ্ন

- ১। সংগীত বলতে কী বোঝায়?
- ২। বিকৃত স্বরগুলোর নাম ও স্বরচিহ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- ৩। কোমলস্বর সম্পর্কে লেখ।
- ৪। চলস্বর কী?
- ৫। স্বরমালিকা কী?
- ৬। জাতি ও সময় সম্পর্কে লেখ।
- ৭। বাদি ও সমবাদি সম্পর্কে লেখ।
- ৮। যেকোনো দুইটি ঠাটের স্বররূপ বা সাতস্বর লেখ।
- ৯। পকড় কী?
- ১০। তালের বর্ণ কী? মৌলিক ও যৌগিক বর্ণগুলি লেখ।
- ১১। সম কাকে বলে?
- ১২। লয় কী?

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সংগীতের ইতিহাস

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

#### শাস্ত্রীয়সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানবসভ্যতার প্রথম যুগে ভাষার উৎপত্তির আগেই মানুষ তার ভাব, আবেগকে প্রকাশ করেছে সুরে সুরে। মানুষের কণ্ঠনিসৃত ধ্বনি সুরবিহীন ছিল না। মানবকণ্ঠের এই সুরময় প্রকাশের উৎকর্ষিত রূপই সংগীত। সেই দিক থেকে বিচার করলে সংগীতের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। এই উপমহাদেশের সভ্যতা যেমন প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তেমনি সংগীতের ইতিহাসকেও কয়েকটি কাল-পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগভেদে উপমহাদেশীয় সংগীতকে মোট পাঁচটি কাল-পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক) প্রাক-বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্ব)

খ) বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব)

গ) বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)

ঘ) মধ্যযুগ (১২০৭-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

ঙ) আধুনিক যুগ বা বর্তমান কাল (১২০৭-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

প্রথম তিনটিকে একত্রে প্রাচীন যুগ বলে। নিচে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)

ক) প্রাক-বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্ব)

মোটামুটি সিন্ধু সভ্যতার সময়কে প্রাক-বৈদিক যুগ ধরা হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্থল থেকে প্রাপ্ত সংগীতবাদ্যযন্ত্র, বীণা, মৃদঙ্গ, চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যরত নারী-পুরুষ মূর্তি সে যুগের সংগীত চর্চার সাক্ষ্য বহন করে, তবে সংগীত প্রসঙ্গে কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে সে সময়ের সংগীতের সঠিক রূপটি কী ছিল তা নিরূপণ করা যায়নি।

খ) বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব)

বৈদিক যুগের গান মূলত সামগান। আর্যদের আগমনের ফলে প্রাচীনযুগে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্থলের উপর গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতা। বেদের স্তোত্রগুলিকে সুর করে গাওয়া হতো যজ্ঞানুষ্ঠানে। বৈদিক সংগীতে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি স্বর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংগীত শাস্ত্রকারদের মতে, এই উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি আদি স্বর থেকেই পরবর্তীকালে সাত স্বরের উদ্ভব হয়েছে।

গ) বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)

বৈদিকোত্তর যুগে সংগীত চর্চার পাশাপাশি এর ঔপপত্তিক (শাস্ত্রীয়) বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময়েই রচিত হয় ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্র’, নারদের ‘সংগীত মকরন্দ’, ‘মতঙ্গের বৃহদ্দেশী’ ইত্যাদি সংগীত গ্রন্থাদি। স্বরগ্রাম, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি সাংগীতিক পরিভাষাগুলি এই সময়ের শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মধ্যযুগ (১২০৭-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

মধ্যযুগে উপমহাদেশীয় সংগীত অভাবিত উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। এই সময়ে শাস্ত্রীয়সংগীতে শৈলি ও পরম্পরাগত উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং সংগীতে ঘরানা পদ্ধতির উন্মেষ ঘটে। মধ্যযুগের বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যে শারঙ্গদেব, পার্শ্বদেব, কবি লোচন, অহোবল ও সোমনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগ বা বর্তমান কাল (১২০৭-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ষোড়শ শতাব্দীকে যেমন ধ্রুপদ সংগীতের বিকাশকাল মনে করা হয় তেমনি মধ্যযুগকেও খেয়াল সংগীতের বিকাশকাল ধরা হয়। আধুনিক যুগে ভারতীয় সংগীতের চরম উৎকর্ষতার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পল্লুর।

### বাংলাগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য স্বর ব্যবহার করত। কণ্ঠের স্বর দ্বারা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মনের এ সকল ভাব প্রকাশ করত। ভাষার আবিষ্কার হয় আরো অনেক পরে। ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ সেই ভাষা দ্বারা মনের কথা প্রকাশ করত। সেই ভাষার সঙ্গে স্বর প্রয়োগের মাধ্যমে কণ্ঠসংগীতের উদ্ভব। কণ্ঠসংগীতে অবশ্যই কথা, সুর, তাল, লয় থাকতে হবে। অর্থাৎ কথা, সুর, তাল ও লয়সহ মনের ভাব প্রকাশ করাকে কণ্ঠসংগীত বলা হয়। কণ্ঠসংগীতকে চলিত কথায় গান বলা হয়। কণ্ঠসংগীত বা গান সংগীতের একটি অঙ্গ। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিন কলাকে একত্রে ‘সংগীত’ বলা হয়। এই তিনটি কলার মধ্যে গীত অর্থাৎ কণ্ঠসংগীত প্রধান। মোটকথা, শব্দ থেকেই সংগীতের সৃষ্টি। শব্দ যখন শ্রুতিমধুর হয় তখন কথা বা কথ্য ভাষা থেকে তাকে আলাদা করে নাম দেওয়া হয় গান বা কণ্ঠসংগীত।

বাংলাদেশের সংগীতের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই সংগীত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কোনো দেশের সংগীতই এক দিনে গড়ে ওঠে না। যুগ যুগ ধরে ক্রমবিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে পৃষ্ঠপোষকতা পায়। বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে এই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন রাজা-বাদশাহ, জমিদার নবাবরা।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এ দেশের কণ্ঠসংগীতকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ, ইতিহাস এবং কৃষ্টি এ দেশের গানে রূপায়িত হয়েছে। এ দেশের মাটি ও আবহ এ দেশের গানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাস প্রাচীন। তবে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সংগীত শাস্ত্রকারদের লেখা বই থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। স্তোত্রকে অবলম্বন করেই কণ্ঠসংগীতের যাত্রা।



বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির (১২৬৭-১৩১৬) রাজত্বকালে হযরত আমীর খসরু শাস্ত্রীয়সংগীতে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। ফলে কণ্ঠসংগীতের বিকাশ শুরু হয়, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, দাদরা, সাদ্রা, টপ্পা, ঠুমরি, গজল, কাওয়ালি, যুগলবন্ধ, প্রবন্ধ, রাগমালা, গুলনকশ, তারানা, চতুরঙ্গ, পট-খেয়াল, দ্রিবিট, শোহেলা, জিগর, কাজরি প্রভৃতি নানান ধারায় কণ্ঠসংগীতের বিকাশ সাধন হতে থাকে।

বাংলাদেশের সেন বংশের শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁর সংগীতজ্ঞ সভাকবি ছিলেন জয়দেব। জয়দেব ‘গীতগোবিন্দ’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এর পদগুলো গাওয়া হতো। বাংলাগানের সমৃদ্ধ ইতিহাসের বিষয় বস্তু হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের যে লীলা বর্ণনা করা হয় তার মূল প্রেরণা এই গীত গোবিন্দ থেকে এসেছে বলে ধরা হয়। তাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গীত গোবিন্দ বাংলাগানের ইতিহাসে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

দশম শতাব্দী থেকে প্রবন্ধ সংগীতের সঙ্গে চর্যাপদের প্রচলন ছিল। তাই চর্যাকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম সংগীত বলে মনে করা হয়।

মধ্যযুগের পূর্বে বাংলাদেশে নিবন্ধ গানের প্রচলন ছিল। যে গান তালের সঙ্গে গাওয়া হয় তার নাম নিবন্ধ গান। এ গানে চারটি কলি থাকে। যথা: স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী ও আভোগ।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতে মুসলমানদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা। তাঁর শাসনামলে শ্রীচৈতন্যের কীর্তন প্রচলন শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রসার শুরু হয়। রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) শাস্ত্রীয়সংগীতের ওপর ভিত্তি করে বাংলায় টপ্পা গান উদ্ভাবন করেন। তাঁর টপ্পা গান ‘নিধুবাবুর টপ্পা’ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতে নিধুবাবুর টপ্পার প্রচলন।

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সংগীতের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের ধারা বাংলাদেশের সংগীতেও প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে প্রচলিত গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা শুরু হয়। ফলে বাংলাদেশের সংগীত নতুন রূপে বিকশিত হতে শুরু করে। এ সকল সংগীতধারা ক্রমাগত বিস্তার লাভ করলেও সেই প্রাচীনকাল থেকে বাউল ও লোকধারার গান প্রচলিত ছিল। সেই বাউলধারার প্রধান প্রবর্তক লালন সাঁইজি (১৭৭২-১৮৯০) দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ শ্রোত ছিল তাঁর গানের মূল যা বাংলাগানকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথও লালন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের সংগীতের ভাঙুর খুবই সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের গান সুর-সম্পদ এবং সুর-বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। বাংলাদেশের জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, কীর্তন, কবিগান, পালাগান, চটকা ইত্যাদি বাংলাদেশের একান্ত সম্পদ। বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ভূবনকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন কালজয়ী সংগীত রচয়িতাগণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। গানের ভূবনে তিনি এক অসাধারণ স্রষ্টা ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তিনি গানের বাণী ও সুরের এক মহামিলন ঘটিয়েছেন। তিনি শাস্ত্রীয়সংগীত অবলম্বনে ধ্রুপদাঙ্গ ও খেয়ালান্দের গান রচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের গ্রাম্য

সুরকে নিজের গানে প্রয়োগ করেছেন।

তিনি পাশ্চাত্যের সুরেও অনেক গান রচনা করেন। তিনি তাঁর রচিত নাটকের জন্যও প্রচুর গান লিখেছেন। অনেক উদ্দীপনাময় স্বদেশি ও দেশপ্রেমমূলক গান রচনা করেছেন। তিনি দেশি ও বিদেশি সংগীতের ভাণ্ডার থেকে সুর সংগ্রহ করে নিজের সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে ‘বিশ্বভারতী’ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। তাঁর জাদুর হাতের স্পর্শে বাংলাগানের ভুবন হয়েছে সমৃদ্ধ। **দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৬)** সংক্ষেপে ডি এল রায় নামে পরিচিত। তিনি প্রচুর নাটক রচনা করেন। নাটকের প্রয়োজনে তিনি গান রচনা শুরু করেন। তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে। শাস্ত্রীয়সংগীত ও পাশ্চাত্যসংগীতের সুরও তিনি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন।

তিনি বাংলাগানে কোরাস গানের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রচুর হাসির গান লিখে প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি টপু খেয়াল পদ্ধতিতেও গান রচনা করেন। তিনি তিন শ্রেণির গান রচনার জন্য বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যথা— দেশপ্রেমমূলক গানের সুর, বাংলাগানে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ এবং কোরাস গানের প্রবর্তন।

**রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)** ‘কান্ত-কবি’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন সংগীত-প্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। ভক্তিমূলক গান ২। প্রীতিমূলক ৩। দেশপ্রেমমূলক এবং ৪। হাস্যরসের গান। তাঁর গানের সুর সহজ ও সরল এবং ভক্তিরসে পূর্ণ।

**অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)** প্রধানত গীতিকার ও সুরকার। অতুলপ্রসাদ আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি ও দেশপ্রেমমূলক গান রচনা করেন। তিনি তাঁর গানের সুরে কীর্তন ও বাউল সুর ব্যবহার করেছেন। হিন্দি লোকসংগীত ও ঠুমরি-গজল-দাদরা প্রভৃতি সুরেও তিনি গান রচনা করেছেন। অনেক রাগ-রাগিণীর সুরও তিনি তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ভক্তিরসের গান ও দেশাত্মবোধক গান বাংলাগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

**কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)** বাংলাগানের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি একাধারে কবি গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। ফলে গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে সে গানে সুর দিতেন। তিনি বাংলাদেশের পল্লিসংগীত এবং শাস্ত্রীয়সংগীতের ভাণ্ডার থেকে সুর সংগ্রহ করে নিজের গানে সুর দিয়েছেন। তাঁর গানে বহু রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি বিদেশি সুরে অনেক গান রচনা করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সংগীতে বাংলা গজল গানের প্রবর্তন করেন এবং তিনি বাংলাগানে মার্চ সংগীত যুক্ত করেন। নজরুল বিভিন্ন ধরনের গান সৃষ্টি করে সংগীত ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। ইসলামি গান, দেশাত্মবোধক গান, হাসির গান, জাগরণের গান, শ্যামা সংগীত, ভক্তিগীতি প্রভৃতি বহু ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। তিনি বেশকিছু রাগ সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে ‘বিদ্রোহী’ নামে এক অমর কবিতা রচনার মাধ্যমে নজরুল ‘বিদ্রোহী’ কবি নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তিন হাজারের বেশি গান সৃষ্টি করেছেন। এক জীবনে এত গান আর কোনো কবি বা গীতিকার সৃষ্টি করতে পারেননি।

নজরুলের জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মতোই তিনি বাংলাদেশের গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাই সংগীত জগতে নজরুল এক কালজয়ী পুরুষ।

## লোকসংগীত

বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে এ দেশের লোকগীতি বা লোকসংগীত। প্রাচীন চর্যাপদেও এ গানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতীয় সংগীতের দুটি ধারা একটি মার্গসংগীত ও দেশিসংগীত। লোকসংগীত বাংলাদেশের দেশজ কৃষ্টি। তাই লোকসংগীত চিরায়ত সংগীত। এই সংগীতে রয়েছে মাটির মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। এই গানের মূল বিষয়বস্তু গ্রামের মানুষের বিরহ-ব্যথা ও হাসি-কান্নার কাহিনি। গ্রাম্য জীবন, প্রকৃতি ও গ্রামের মানুষের মনের কথা নিয়ে লোকসংগীত রচিত। এ সংগীতে রয়েছে কৃষক, জেলে, মাঝি, তাঁতি, কামার ও কুমোরের মতো গ্রাম্য মানুষের মনের কথা। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসবে এ সকল গান গাওয়া হয়। লোকসংগীতে অনেক শ্রেণির গান রয়েছে। যেমন- বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, টুসু, গম্ভীরা, জারি, সারি, কবি, পালা, চটকা, ঝুমুর, গাজন, কীর্তন, পাঁচালি, পুঁথি পাঠ, মেয়েলি গীত, আলকাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লোকসংগীতে পল্লি মানুষের সহজ সরল মনের প্রকাশ ঘটে। এ গানে শাস্ত্রীয়সংগীতের জটিলতা নেই। এ গানের আবেদন সহজ ও সরল। তাই এ গানের আবেদন চিরন্তন। মূলত শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর করেই এ গান প্রবহমান নদীর ধারার মতো বহমান থাকে। বাংলাদেশের লোকসংগীত যুগ যুগ ধরে শুধুমাত্র দেশের সাংস্কৃতিক ধারাকেই নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাঙরকেও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লোকসংগীতের ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:-

### ভাটিয়ালি

‘ভাটি’ শব্দ থেকে ভাটিয়ালি কথাটি এসেছে। ভাটিয়ালি গানে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটে। ভাটির টানে মাঝি নৌকা ছেড়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গায়। এ গানের সুরে একটা উদাস ভাব আছে। এ গানের সুর টানা। কোনো বাঁধা তাল নেই। একক গান হিসেবে ভাটিয়ালি প্রচলিত। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে (ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর ইত্যাদি) ভাটিয়ালি গান খুব জনপ্রিয়।

### ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোকসংগীত। এই গান মূলত ভাব প্রধান। গানের কথা ও সুর করণ। ‘ভাব’ শব্দ থেকে ‘ভাওয়াইয়া’ গানের উৎপত্তি। তবে অনেকের মতে ‘ভাওয়া’ শব্দ থেকে ‘ভাওয়াইয়া’ কথাটি এসেছে। কাশ, নলখাগড়ার বিস্তীর্ণ চরকে ‘ভাওয়া’ বলা হয়। ‘ভাওয়াইয়া’ গান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রচলিত।

### বাউল

বাউল আধ্যাত্মিক গান। এ গান সাধকদের গান। এই সাধকরা ‘বাউল’ নামে পরিচিত। বাউলদের সাধনা অতি প্রাচীন। বাউলদের সাধনা সহজ পথের সন্ধান। গানের ভেতর দিয়ে তারা সেই পথের সন্ধান করে। বাউল গানের সঙ্গে একতারা ও ডুগ্‌ডুগি বাজানো হয়। বাউল গানের আবেদন অন্তর্ভেদী। লালন শাহ বাউল গানের অন্যতম পুরোধা।

### মারফতি

লোকসংগীতের আধ্যাত্মিক ধারার একটি অন্যতম গান মারফতি। শ্রষ্টাকে প্রেমের মাধ্যমে অর্জনই এই গানের মূল লক্ষ্য।

### মুর্শিদি

মুর্শিদি মানে গুরু। এই মুর্শিদি বা গুরুর প্রতি ভক্তি নিবেদন বিষয়ক গানই হলো মুর্শিদি গান। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও কেরানীগঞ্জ অঞ্চলে এই গানের প্রচলন বেশি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংগীতশুণিদের জীবনী

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের অন্যতম রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কোলকাতার সাহিত্য, সংগীত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনকার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক। ঠাকুর পরিবার ছিল যেমনি বিশাল তেমনি নানা প্রতিভাবানের সমাবেশে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দার্শনিক ও কবি, সেজো ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম বাঙালি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। অন্যান্য ভাই বোনদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকার। গানের ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রনাথ অনেক ঋণী।

বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখা শুরু করেন। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি গানও শিখেছেন। ছোটবেলাতেই নিজের তৈরি গান শুনিতে বাবার কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে পড়েছেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, পরে নর্মাল স্কুলে। স্কুলের একঘেয়ে নিয়মের বন্দিদশা থেকে তিনি মুক্তি চাইতেন। অথচ অন্যদিকে আবার বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র বানিয়ে কড়া শাসন করতেন। এ ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের আপন খেলার খেলা। আবার বন্ধ ঘরের জানালা দিয়ে উদাস দুপুরের রূপ দেখতেন। জমিদার বাড়ি হলে কি হবে প্রাচুর্য বা জৌলুসের মধ্যে তিনি বড়ো হননি।

‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে কবি হিসেবে সাহিত্যে বিশ্বের সেরা নোবেল পুরস্কার পান এবং সেই সুবাদে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পায়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু লেখেননি, সমাজসেবামূলক অনেক কাজ করেছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশের শাহজাদপুরে কৃষিব্যাংক এবং পশ্চিমবঙ্গে বোলপুরের শ্রীনিকেতনে পল্লি সংগঠন স্থাপন করেন। তাঁর মহত্তম কীর্তি শান্তিনিকেতন। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে সেখানে একেবারে শিশুশ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। নাচ-গান, ছবি আঁকা, কাপড় রাঙানো, তাঁত বোনা, সেলাই করা সব রকম কলা চর্চার ব্যবস্থা আছে লেখাপড়ার পাশাপাশি। এছাড়া, কুটির শিল্প, সমবায় এসবের জন্যও তিনি বহু কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন গানই তাঁর সেরা সৃষ্টি। তিনি দুই হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। এগুলো পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ এ রকম কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন নিজেই। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ তাঁরই রচনা।

### কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংগীত ভুবনে এক অসাধারণ কবি, গীতিকার ও সুরশ্রষ্টা। কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার (১৮৯৯ সালের ২৪ মে) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে কাজী নজরুল ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। নয় বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ফলে আর্থিক সংগতির অভাবে তার বিদ্যালয়ের

শিক্ষাজীবন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য সামান্য চাকরি থেকে শুরু করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিক হিসেবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ১৯১০ সালে মসজিদে ইমামতি করেন ও স্থানীয় পীরের মাজারে খাদেম ছিলেন। ১৯১১-১২ সালে শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে প্রথম ভর্তি হন ও কিছুকালের মধ্যেই স্কুল ত্যাগ করে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটশনে ভর্তি হন। এরপর ১৯১৪ সালে তিনি ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও পরবর্তীতে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালে পুনরায় শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে ১৯১৭ সালে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে সৈনিকরূপে যোগদান করেন।

কৈশোরে লেটোর গান রচনা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবিতা রচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে তাঁর সৈনিক জীবনের মধ্যভাগ থেকে তিনি সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। এই সময়ে তাঁর “বাউগেলের আত্মকাহিনী” নামে রচনা মাসিক ‘সওগাত’ ও ‘মুক্তি’ নামে কবিতা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সৈনিক জীবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুরোপুরিভাবে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে ‘বিদ্রোহী’ নামে এক অমর কবিতা রচনা ও পরাধীনতা, সামাজিক অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে তাঁর নিরলস, দুঃসাহসী ও আপোষহীন সংগ্রাম তাঁকে ‘বিদ্রোহী’ কবি নামে জাতির কাছে পরিচিত করেছিল।

দেশ তখন ইংরেজ শাসনাধীন ছিল। পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনলবর্ষী রচনার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ তার বেশ কয়েকটি পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় ও একাধিকবার কারাগার বরণ করতে হয়।

সমাজের সাধারণ শ্রেণির মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর স্ফুরধার লেখনী সদা জাহাজ ছিল, তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পরিচয় রেখেছেন। কী কবিতায়, কী গানে, তিনি তাঁর সময়ের প্রচলিত ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দিগন্ত উন্মোচন করেন ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি ভাবধারার প্রবর্তন করেন।

কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ছাড়াও বিভিন্ন অপ্রচলিত ও নিত্য নতুন ছন্দের অনায়াস ব্যবহারে তিনি সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। নজরুল তাঁর কবিতায় ও গানে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন।

তাঁর রচিত গান সম্পূর্ণ নতুন এবং বিচিত্র ধরনের। সংগ্রামী তার গানে উদ্ভুদ্ধ হত, ভক্ত তাঁর গানের ভক্তিরসে আকর্ষণ নিমজ্জিত হতো। সমাজের সকল স্তরে সব মানুষের দুঃখ সুখের সঙ্গী তাঁর গান। তিনি আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসেবেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ছায়াছবি ও নাটকের কাহিনিকার এবং সংগীত পরিচালকের ভূমিকাতেও তার কৃতিত্ব অসামান্য।

নজরুল ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এইচ এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানির গীতিকার ও প্রশিক্ষক (Trainer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানি ছাড়াও ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোলকাতা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ‘হারামণি’ ও ‘নবরাগমালিকা’ শিরোনামে সংগীত বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন।

ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান, ওস্তাদ কাদের বখশ, ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ মস্তান গামা প্রমুখ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল স্বয়ং বেশ কয়েকটি রাগের সৃষ্টি করেছেন যেমন: নির্ঝরিনী, সন্ধ্যামালতী, বেণুকা, শংকরী, বনকুন্তলা, যোগিনী, উদাসী ভৈরব, মীনাঙ্গী, শিব-সরস্বতী, অরুণ-ভৈরব, রূপমঞ্জুরী, রুদ্র ভৈরব, অরুণ-রঞ্জনী, আশা-ভৈরবী, দেবযানী, শিবানী-ভৈরবী, দোলনচাঁপা ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি কয়েকটি নতুন তাল সৃষ্টি করেন। যেমন— প্রিয়া, নব-নন্দন, মণিমালা, মঞ্জুভাষিনী, মন্দাকিনী, স্বাগতা, মধুমতি, রুচিরা, দীপকমালা, ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত, মণ্ডময়ুর ইত্যাদি।

এছাড়া বাংলা গজলের প্রচলন তিনিই সার্থকভাবে করতে পেরেছিলেন। বাংলাসংগীতে মার্চ-সংগীত বা কুচকাওয়াজের গানের তিনিই প্রথম উপস্থাপক। প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ধরনের গানের শ্রুতা কাজী নজরুল। যেমন— গণসংগীত, শ্রমিকের গান, কৃষকের গান, ধীবরের গান, ছাদ পেটার গান, লেটো গান, ছাত্রদলের গান, কুচকাওয়াজের গান, নদীর মাঝির গান ইত্যাদি। এসব ছাড়াও পল্লিসংগীত, বাংলা ভাষায় সাঁওতালিদের বুখুর গান, আরবি, ফারসি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ ও সুরের মিশ্রণে গজল গান, বিভিন্ন প্রচলিত অপ্রচলিত রাগাশ্রয়ী গান, নিজ সৃষ্ট অন্তত বিশটি রাগের উপর রচিত গান, প্রকৃতির গান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান, কীর্তন, শ্যামা সংগীত, ভজন, হামদ, নাত, মর্সিয়া ইত্যাদি ভক্তিমূলক গান, মুসলিম জাগরণী গান, বৃন্দ গান, বাউল গান, শিশুতোষ গান, হোরী, নারীদের ওপর রচিত গান, কাব্যসংগীত (আধুনিক), দেশাত্মবোধক গান, রাগ প্রধান, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করে তিনি বাংলার সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ও বাকশক্তি হারান। বাংলাদেশ সরকার এর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ কবিকে ১৯৭২ সালে ভারত থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন, নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ‘ডি-লিট’ উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

### দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলাগানের পঞ্চভাস্করদের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম) মধ্যে অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার যেমন বাংলা সাহিত্য-সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কোলকাতায় উল্লেখযোগ্য নাম তেমনি কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে রায় পরিবার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকেই সাহিত্য সংগীত চর্চায় ব্রতী ছিল কৃষ্ণনগরের রায় পরিবার। শোনা যায় কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের সাহিত্য সভার সভাসদ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্বপুরুষ। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক। বড়ো ভাইদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ছিলেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক। রাজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। রাজেন্দ্রলাল রায় এবং জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মিলে নবপ্রভা নামের একটি পত্রিকা সম্পাদন করতেন।

ছেলেবেলায় পারিবারিক পরিবেশে সংগীতে প্রাথমিক শিক্ষা পান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৮০ সালে এফএ পাশ করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে হুগলী কলেজ থেকে বিএ এবং

১৮৮৪ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। একই বছর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত যান। বিলেত বাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যসংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মুঙ্গেরে যোগদান করেন। প্রখ্যাত টপখেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন মুঙ্গেরে বাস করছেন। টপ্পা বিশেষ অলংকারধর্ম এক ধরনের সংগীত শৈলী। টপ্পার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলংকার সহযোগে গীত খেয়াল গানকে টপ-খেয়াল বলা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে টপখেয়ালের তালিম গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ওজস্বী, ব্যঞ্জনধর্মী সুর, টপ্পার অলংকার, জমজমা (পাশাপাশি দুটি স্বরের আন্দোলনধর্মী অলংকার) এবং পাশ্চাত্য সুরধর্মী চলন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই বাংলা গানে প্রথম শাস্ত্রীয়সংগীত এবং পাশ্চাত্য সংগীতের যথার্থ মেলবন্ধন (Fusion) ঘটিয়ে নতুন মাত্রা দান করেন। সেই সময় এই বিশেষ ধরনের সুরকে DL Roy এর সুর বলা হতো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশাত্মবোধক, প্রেমসংগীত, ভক্তিসংগীত এবং নাট্যসংগীত ইত্যাদি বিচিত্র ধারার গান রচনা করেন। তাঁর সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হাসির গানের জন্য তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ইংরেজ শাসন, এবং ইংরেজ তোষামোদী বাঙালি সমাজ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ছিল এই গানের প্রধান বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালের ১৭ মে মৃত্যুবরণ করেন।

### রজনীকান্ত সেন

বাংলাগানের ধারায় কান্তকবি বলে খ্যাত রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার সহজ সুমধুর লোকসুর ও রামপ্রসাদী সুর রজনীকান্তের গানের সুরবৈশিষ্ট্য আর বাণীর ভাবের ক্ষেত্রে তা প্রধানত ভঙ্গিবাদী। শ্রুষ্টির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সুমধুর ভক্তিসংগীতি রচয়িতা হিসেবে তিনি বাংলাসংগীতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সরকারি আইন কর্মকর্তা।

মুশেফ এবং সাব জজ হিসেবে তিনি ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, মেদিনীপুর, কাটোয়া বিভিন্ন জেলায় চাকরি করেছেন। রজনীকান্ত সেনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন জেলা শহরে।

রজনীকান্তের সংগীত সমগ্রকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভঙ্গিরসাত্মক, হাস্যরসাত্মক ও স্বদেশি সংগীত। আইন ব্যবসায়ী (উকিল) রজনীকান্ত সেন রাজশাহীতে থাকার সময় পরিচিতি হন সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাথে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে অনুপ্রাণিত হয়ে রজনীকান্ত বেশকিছু হাসির গান রচনা করেন। তবে উল্লেখ্য সদা বিনয়ী এবং আত্মসমর্পিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী রজনীকান্তের হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের মতো তীব্র ব্যঙ্গাত্মক নয় বরং হাস্য ও রম্য প্রধান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র বাংলার সাহিত্য, সংগীত-সাংস্কৃতিক অঙ্গন উত্তাল হয়ে ওঠে। রজনীকান্ত সেন রচনা করেন তাঁর কালজয়ী গান। ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাখায় তুলে নে-রে ভাই’ এই গান তাঁকে রাতারাতি চূড়ান্ত খ্যাতি এনে দেয়। রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে গলায় কবর্ট (ক্যান্সার) রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

## অতুলপ্রসাদ সেন

আধুনিক বাংলাগানের সমৃদ্ধিতে যে ক'জন বাঙালি গীতিকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম অতুলপ্রসাদ সেন। বাংলাগানে তিনি যোগ করেন ঠুমরি এবং পারস্যের গজল অঙ্গের সুর। অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকার লক্ষীবাজারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রামপ্রসাদ সেন পেশায় ডাক্তার হলেও তিনি সংগীতানুরাগী ছিলেন। ছেলেবেলায় পিতার মৃত্যু হলে অতুলপ্রসাদ সেন মাতামহ বাহাদুর কালী নারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে লালিত হন। মাতামহ কালী নারায়ণ গুপ্ত নিজে ছিলেন সংগীতানুরাগী সৌখিন গায়ক ও ভক্তিগীতি রচয়িতা। এমনি সংগীতময় পরিবেশে অতুলপ্রসাদ সেনের ছেলেবেলা কাটে। ১৮৯০ সালে এন্ট্রীস পাশ করে অতুলপ্রসাদ কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত না করেই একই বছর অতুলপ্রসাদ সেন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি প্রথম কোলকাতা এবং পরে লক্ষ্ণৌতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বঙ্কুবৎসল অতুলপ্রসাদ সেন খুব অল্প দিনেই লক্ষ্ণৌতে লোকপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। লক্ষ্ণৌতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গলী ক্লাব, সম্পাদনা করেন 'উত্তরা' পত্রিকা।

অতুলপ্রসাদ বাংলাগানে আনেন লক্ষ্ণৌ এর ঠুমরি গানের চাল ও পারস্য গজলের ধরণ, মেলবন্ধন করেন শাস্ত্রীয়সংগীতের খেয়াল, ঠুমরি আর বাংলার লোকসংগীতের। বাণী ও কাব্যভাবের দিক থেকে তাঁর গানকে মানবপ্রেম, প্রকৃতি, ভক্তি, স্বদেশ এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রেমের গানে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে বিরহের দুঃখবোধ, না পাওয়ার বেদনা। প্রকৃতির গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি, নিসর্গের রূপবর্ণন। ভক্তিগীতিতে অতুলপ্রসাদ পিতা রামপ্রসাদ সেন ও মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের মতো সমর্পিত ঈশ্বর ভক্তির অনুগামী। অতুলপ্রসাদের স্বদেশি গান সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উৎসারিত। তবে এই গান কালের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামে। অতুলপ্রসাদ সেন ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

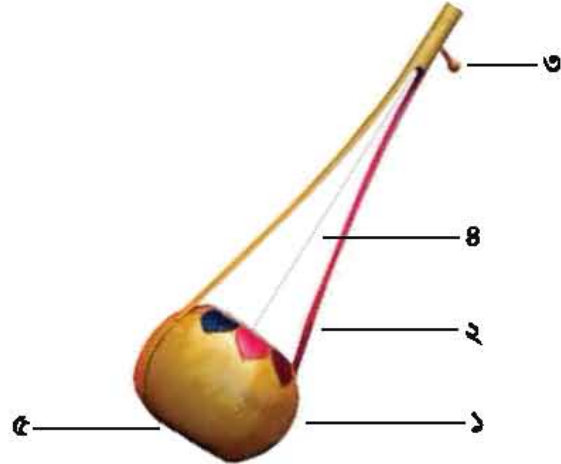


## তৃতীয় পরিচ্ছেদ বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

### একতারা

একতারা তত গোত্রীয় লোকজ বাদ্যযন্ত্র। একতারা তৈরি করতে একটি লাউয়ের খোল, একটি বাঁশের দণ্ড, কাঠের বয়লা ও একটি তার প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্রটির নির্মাণ পদ্ধতি সহজ। গোলাকৃতির লাউয়ের খোলের উপরিভাগ বৃত্তাকারে কাটা হয়। একটি সরু তিন ফুট লম্বা বাঁশের দণ্ডের এক প্রান্তের গিটকে অটুট রেখে এবং বাঁশের মধ্যাংশ চিরে সেটিকে লম্বা চিমটা আকারে লাউয়ের খোলের উভয় দিকে তার বা সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। লাউয়ের খোলের তলা কেটে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয় এবং এই ছাউনির ভিতর দিয়ে লোহার তার ঢুকিয়ে তারের অন্য প্রান্ত বাঁশের মাথায় কানের সাথে যুক্ত করা হয়। ডান হাতের তর্জিনী বা মধ্যমা আঙুলে মিজরাব লাগিয়ে একতারা বাজাতে হয়। বাউল গানের সঙ্গে একতারা যন্ত্র বেশি ব্যবহৃত হয়।

- ১। লাউয়ের খোল
- ২। বাঁশের দণ্ড
- ৩। কাঠের বয়লা
- ৪। পিভল বা লোহার তার
- ৫। চামড়ার ছাউনি

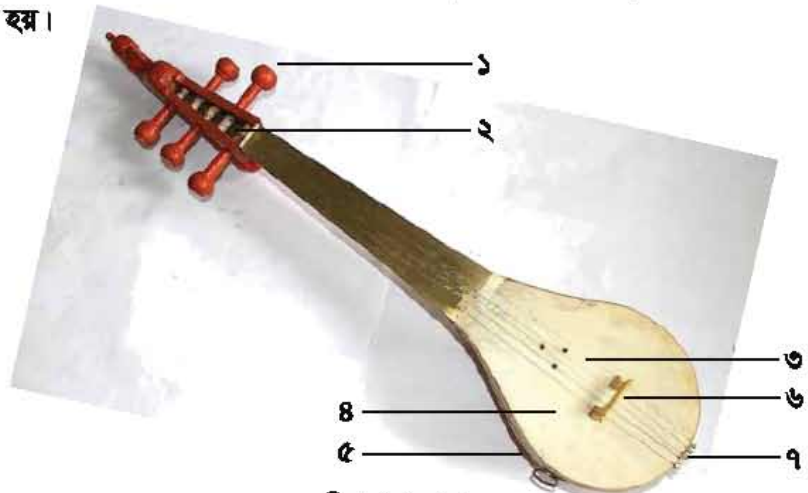


### দোতারা

চিত্র: একতারা

দোতারা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দোতারা কাঠের তৈরি। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ও আধা ফুট চওড়া এক খণ্ড কাঠ খুদে দোতারা তৈরি করা হয়।

- ১। কান বা বয়লা
- ২। তারগহন
- ৩। তার
- ৪। চামড়ার ছাউনি
- ৫। খোল
- ৬। সোয়ারি বা ব্রিজ
- ৭। লেংগুট বা টেলপিস



চিত্র: দোতারা

কাঠের খোদানো বুকে একটি ইম্পাতের পটরী আবদ্ধ থাকে। কাঠখণ্ডের বুকের নিচের গোলাকার অংশকে খোল বলে। খোলের ওপর একটি চামড়ার ছাউনি লাগানো হয়। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট আটকানো হয়। ছাউনির ওপর সোয়ারি থাকে। তারগহনের ওপরের দিকে চারটি কাঠের বয়লা লাগানো থাকে। এই চারটি বয়লা থেকে চারটি তার সোয়ারি হয়ে লেংগুটের সাথে আটকানো থাকে। বর্তমানে একটি পঞ্চম তারও দোতারায় ব্যবহৃত হয়। দোতারা জওয়া দিয়ে বাজানো হয়। বাঁ হাতে পটরির ওপর তার চেপে ডান হাতে জওয়া দিয়ে আঘাত করে দোতারা বাজানোর নিয়ম। ভাওয়াইয়া গানে দোতারা একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। সেই কারণে ভাওয়াইয়া গানকে দোতারার গানও বলা হয়।

## অনুশীলনী

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। রবীন্দ্রনাথ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পারিবারিক পরিচয় দাও।
- ২। বাংলাদেশকে গানের দেশ বলা হয় কেন?
- ৩। লেখা ছাড়াও সমাজের উপকারের জন্য রবীন্দ্রনাথ কী কী করেছেন?
- ৪। রবীন্দ্রনাথ কত ধরনের সুর সৃষ্টি করেছেন?
- ৫। বাংলাগানের ইতিহাস সম্পর্কে লেখ।
- ৬। শান্তিনিকেতনে লেখাপড়ার পাশাপাশি আর কী কী চর্চা করবার ব্যবস্থা আছে?
- ৭। কাজী নজরুলের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।
- ৮। কাজী নজরুল মোটামুটি কত ধরনের গানের স্রষ্টা তা উল্লেখ কর।
- ৯। কাজী নজরুল সৃষ্ট রাগগুলোর নাম লেখ।
- ১০। সংগীতগুণিদের জীবনী লেখ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। ছোটোদের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা চারটি বইয়ের নাম লেখ।
- ২। রবীন্দ্রনাথ গানের ব্যাপারে কার কাছে ঋণী ছিলেন?
- ৩। রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
- ৪। রবীন্দ্রনাথ কমপক্ষে কতগুলো গান রচনা করেন?
- ৫। রবীন্দ্রসংগীতকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে? পর্যায়গুলোর নাম লেখ?
- ৬। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কীভাবে কেটেছিল?
- ৭। কাজী নজরুল কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ৮। কাজী নজরুলের কোন কবিতা তাঁকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছিল ও কেন?
- ৯। কাজী নজরুল কোন ওস্তাদগণের নিকট হতে সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন?
- ১০। কাজী নজরুল কবে কোথায় ইন্তেকাল করেন?
- ১১। ভাওয়াইয়া কোন অঞ্চলের গান?
- ১২। ভাটিয়ালি গান সম্পর্কে সংক্ষেপে যা জান লেখ।
- ১৩। মুর্শিদি গান কী?
- ১৪। বাউল গান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ১৫। মারফতি গানের মূল লক্ষ্য কী?

# তৃতীয় অধ্যায়

## শাস্ত্রীয়সংগীত

### ব্যাবহারিক

#### কণ্ঠসাধনা

কণ্ঠশিল্পীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। শিল্পীর কণ্ঠস্বর মধুর হলে তবেই তার পরিবেশিত গান শ্রোতার মনে আনন্দ দিতে পারে। পক্ষান্তরে কণ্ঠস্বর কৰ্কশ হলে তার পরিবেশনা কখনোই শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। অতএব কণ্ঠস্বর সুরেলা করার জন্য সাধনা ও শারীরিক যত্ন নেওয়া প্রতিটি শিল্পীর একান্ত কর্তব্য। কণ্ঠ সাধনার কিছু পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো:

- ১। একটি হারমোনিয়ামে সা রে গ ম প ধ নি সাঁ এই স্বরগুলো ধীরে-ধীরে আরোহণ এবং অবরোহণক্রমে কমপক্ষে দশ বার অনুশীলন করতে হবে। তারপর এই পাঠটি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে করার চেষ্টা করতে হবে।
- ২। গলাসাধার সময়ে মুখমণ্ডল যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ৩। সাধনার সময়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসতে হবে।
- ৪। সুম্পষ্ট ও খোলা আওয়াজে চর্চা করতে হবে।
- ৫। কৰ্কশ নাকি আওয়াজে গলাসাধা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ৬। গলা অতিরিক্ত বেসুরো অথবা নিঃশ্বাস ছোটো হলে স্থির সুরে (Standing Note) এক নিঃশ্বাসে যথাসাধ্য অভ্যাস করতে হবে।

#### অলঙ্কার

নির্দিষ্ট স্বরসঙ্গতিতে আরোহণ-অবরোহণ করা কে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কারের অপর নাম বর্ণ। বর্ণ চার প্রকার যেমন: আরোহী বর্ণ: সা রে গ ম

অবরোহী বর্ণ: ম গ রে সা

স্থায়ী বর্ণ: সা সা রে রে

সম্ভারী বর্ণ: সা সা রে সা রে গ

বর্ণ বা অলঙ্কারসমূহকে তালে ছন্দে বিন্যাস করে পরিবেশন করাকে পাল্টা বলে। কণ্ঠ সাধনের নিমিত্তে নিম্নে কিছু পাল্টা দেওয়া হলো:

- ১। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  
সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।
- ২। সাসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনি সাঁসা  
সাঁসা নিনি ধধ পপ মম গগ রেরে সাসা।।
- ৩। সাসাসা রেরেরে গগগ মমম পপপ ধধধ নিনিনি সাঁসাঁসা  
সাঁসাঁসা নিনিনি ধধধ পপপ মমম গগগ রেরেরে সাসাসা।।
- ৪। সাসাসাসা রেরেরেরে গগগগ মমমম পপপপ ধধধধ নিনিনিনি সাঁসাঁসাঁসা  
সাঁসাঁসাঁসা নিনিনিনি ধধধধ পপপপ মমমম গগগগ রেরেরেরে সাসাসাসা।।

৫। আরোহণ	অবরোহণ
১ সারে	১ সানি
২ রেগ	২ নিধ
৩ গম	৩ ধপ
৪ মপ	৪ পম
৫ পধ	৫ মগ
৬ ধনি	৬ গরে
৭ নিসাঁ	৭ রেসা
৮ সারৈ	৮ সানি ।।

৬। ১ সারেগ	১ সানিধ
২ রেগম	২ নিধপ
৩ গমপ	৩ ধপম
৪ মপধ	৪ পমগ
৫ পধনি	৫ মগরে
৬ ধনিসাঁ	৬ গরেসা
৭ নিসাঁরৈ	৭ রেসানি
৮ সারৈগ	৮ সানিধ ।।

৭। ১ সারেগম	১ সানিধপ
২ রেগমপ	২ নিধপম
৩ গমপধ	৩ ধপমগ
৪ মপধনি	৪ পমগরে
৫ পধনিসাঁ	৫ মগরেসা
৬ ধনিসাঁরৈ	৬ গরেসানি
৭ নিসাঁরৈগ	৭ রেসানিধ
৮ সারৈগম	৮ সানিধপ ।।

৮। ১ সারেগমপ	১ সানিধপম
২ রেগমপধ	২ নিধপমগ
৩ গমপধনি	৩ ধপমগরে
৪ মপধনিসাঁ	৪ পমগরেসা
৫ পধনিসাঁরৈ	৫ মগরেসানি
৬ ধনিসাঁরৈগ	৬ গরেসানিধ
৭ নিসাঁরৈগম	৭ রেসানিধপ
৮ সারৈগমপ	৮ সানিধপম ।।

৯। ১ রেসা	১ নিসাঁ
২ গরে	২ ধনি
৩ মগ	৩ পধ
৪ পম	৪ মপ
৫ ধপ	৫ গম
৬ নিধ	৬ রেগ
৭ সানি	৭ সারে
৮ রেসাঁ	৮ নিসাঁ ।।

১০। ১ গরেসা	১ ধনিসাঁ
২ মগরে	২ পধনি
৩ পমগ	৩ মপধ
৪ ধপম	৪ গমপ
৫ নিধপ	৫ রেগম
৬ সানিধ	৬ সারেগ
৭ রেসানি	৭ নিসারে
৮ গরেসাঁ	৮ ধনিসাঁ ।।

১১।	১ মগরেসা	১ পধনিসাঁ
	২ পমগরে	২ মপধনি
	৩ ধপমগ	৩ গমপধ
	৪ নিধপম	৪ রেগমপ
	৫ সাঁনিধপ	৫ সারেগম
	৬ রেসাঁনিধ	৬ নিসারেগ
	৭ গঁরেসাঁনি	৭ ধনিসারে
	৮ মঁগঁরেসাঁ	৮ পঁধনিসাঁ ।।

১২।	১ সাগ	১ সাধ
	২ রেম	২ নিপ
	৩ গপ	৩ ধম
	৪ মধ	৪ পগ
	৫ পনি	৫ মরে
	৬ ধসাঁ	৬ গসা
	৭ নিরঁ	৭ রেনি
	৮ সাঁগঁ	৮ সাধ ।।

১৩।	১ সাম	১ সাঁপ
	২ রেপ	২ নিম
	৩ গধ	৩ ধগ
	৪ মনি	৪ পরে
	৫ পসাঁ	৫ মসা
	৬ ধরঁ	৬ গনি
	৭ নিগঁ	৭ রেধ
	৮ সাঁমঁ	৮ সাপ ।।

১৪।	১ সাপ	১ সাঁম
	২ রেধ	২ নিগ
	৩ গনি	৩ ধরে
	৪ মসাঁ	৪ পসা
	৫ পরঁ	৫ মনি
	৬ ধগঁ	৬ গধ
	৭ নিমঁ	৭ রেপ
	৮ সাপঁ	৮ সাম ।।

বিঃ দ্রঃ প্রতিটি পাল্টা স্বর উচ্চারণে ও আ-কারে মধ্যলয়ে ও  
দ্বিগুণলয়ে চর্চা করতে হবে।

## রাগ: বিলাবল শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	বিলাবল
ঠাট	বিলাবল
ব্যবহৃত স্বর	সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	ধ (ধৈবত)
সম্বাদী	গ (গান্ধার)
পরিবেশনের সময়	দিবা প্রথম প্রহর
অঙ্গ	উত্তরাজ প্রধান
প্রকৃতি	ঈষৎ চঞ্চল
আরোহণ	সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।
পকড়	গ ম রে, গ প, ধ নি সাঁ।

## রাগ: বিলাবল

স্বরমালিকা

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
x	(	)		২	(	)		০	(	)		৩	(	)	
								গ	রে	গ	প	-	নি	ধ	নি
সাঁ	-	ধ	প	ম	গ	ম	রে	গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-
গ	ম	প	ধ	গ	ম	গ	-								

অন্তরা

				প	প	ধ	নি	সাঁ	রেন্	সাঁ	-
ধ	নি	সাঁ	রেন্	গঁ	মঁ	রেন্	সাঁ	ধ	নি	সাঁ	-
গ	ম	প	ম	গ	রে	সা	-	সা	গ	রে	গ
সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে	প	নি	ধ	সাঁ

## রাগ: বিলাবল

## স্বরমালিকা

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
x				২				০				৩			
								সাং	-	ধ	প	ম	গ	ম	রে
গ	-	প	ধ	গ	ম	গ	-	প	প	ধ	নি	সাং	রেং	সাং	-
ধ	নি	ধ	প	গ	ম	রে	সা								

## অন্তরা

								প	প	ধ	নি	নি	ধ	সাং	-
সাং	-	গং	রেং	গং	মং	রেং	সাং	ধ	নি	সাং	রেং	সাং	নি	ধ	প
ধ	নি	ধ	প	গ	ম	রে	সা								
x				২				০				৩			

## রাগ: বিলাবল

## লক্ষণগীত

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

## স্থায়ী

কহত বিলাবল ভেদ আলহাইয়া  
প্রাত সময় গুণি গাবত জেহিকো  
ধ গ সম্বাদ করইয়া ॥

## অন্তরা

সম্পূরণ শুধু সুর লেবইয়া  
আরোহণ মধ্যম ত্যেজ দইয়া  
সঙ্গ ধৈবত মৃদু নি বিচরইয়া  
গপ ধনি সানি ধপ ধনি ধপ  
মগমরে সুর লেবইয়া ॥

## স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
x				২				০				৩			
								সাং	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে
								ক	হ	ত	বি	লা	স	ব	ল
গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-	গ	-	গ	রে	গ	প	প	ধ
ভে	স	দ	অ	ল্	হৈ	য়া	স	প্রা	স	ত	স	ম	য়	গু	গি
পধ	নি	ধ	প	ধ	প	মগ	মরে	গ	গ	গ	রে	গ	প	ধ	নি
গা	স	ব	ত	জে	হি	কো	স	ধ	গ	স	ম্	বা	স	দ	ক
ধ	নি	রৈ	সাং	সানি	ধপ	মগ	মরে								
রে	স	ই	স	য়া	স	স	স								



অন্তরা

গ	-	গ	রে	গ	প	ধ	নি	সা	সা	সা	-	সা	রে	সা	-
স	ম্	পু	স	র	ণ	ঙ	ধ	সু	র	লে	স	ব	ই	য়া	স
x				২				০				৩			
ধ	-	ধ	-	নি	সা	সা	-	সা	রে	সা	নি	ধ	নি	ধ	প
আ	স	রো	স	হ	ণ	ম	স	ধ্য	ম	তে	জ	দ	ই	য়া	স
প	প	পধ	নি	ধ	প	ম	গ	গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-
সং	গ	ধৈ	স	ব	ত	ম্	দূ	নি	স	বি	চ	রৈ	স	য়া	স
গ	প	ধ	নি	সা	নি	ধ	প	ধ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে
গ	প	ধ	নি	সা	নি	ধ	প	ধ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে
গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-								
সু	র	লে	স	ব	ই	য়া	স								

## রাগ: বিলাবল লক্ষণগীত

দ্বিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

সম্পূর্ণ স্বর শুদ্ধ বিলাবল আশ্রয় রাগ  
বাদী সমবাদী ধগ অঙ্গ উত্তর ভাগ ॥

অন্তরা

সরল বক্রগতি সময় প্রথম দিবা  
বিলাবল ঠাটে হয় ভক্তিরসে সাধিবা ॥

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
x				২				০				৩			
								গ	ম	প	প	ম	গ	ম	রে
								স	ম্	পূ	ৰ্ণ	স্ব	র	শু	দ্ধ
গ	ম	প	গ	মম	রে	সা	সা	ম	গ	ম	রে	গ	প	ধ	নি
বি	লা	ব	ল	আশ্র	য়	রা	গ	বা	দী	স	ম	বা	দী	ধ	গ
সা	সা	ধ	প	গ	ম	রে	সা								
অ	ঙ	গ	উ	ত	র	ভা	গ								

অন্তরা

				প	প	নিধ	নি	সা	-	নি	সা
				স	র	লঃ	ব	ক্র	ঃ	গ	তি
সা	গ	ম	রে	সা	সা	ধ	ধ	সা	সা	ধ	প
স	ম	য়	প্র	থ	ম	দি	বা	বি	লা	ব	ল
										ঠা	টে
										হ	য়
প	প	ম	গ	গ	ম	রে	সা				
ভ	ক্তি	র	সে	সা	ঃ	ধি	বা				

## রাগ: ইমন শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	ইমন
ঠাট	কল্যাণ
ব্যবহৃত স্বর	তীব্র মধ্যম ও বাকী সব স্বর শুদ্ধ।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ (কোনো কোনো সংগীতগুণি আরোহে পঞ্চম দুর্বল মনে করেন)
বাদী	গ (গান্ধার)
সমবাদী	নি (নিষাদ)
পরিবেশনের সময়	রাত্রি প্রথম প্রহর
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	শান্ত ও করুণ
আরোহণ	নি রে গ ম ধ নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ প ম গ রে সা
পকড়	প রে গ রে, নি রে সা

## রাগ: ইমন স্বরমালিকা

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
x				২				০				৩			
								নি	ধ	-	প	ম	প	গ	ম
প	-	-	-	প	ম	গ	রে	নি	রে	গ	রে	গ	ম	প	ধ
প	ম	গ	রে	গ	রে	সা	-	নি	রে	গ	ম	ধ	নি	রে	সাঁ
রে	সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	ম								

## অন্তরা

								গ	গ	ম	ধ		ম	সা	-	সা		
নি	রें	গं	रें		सां	नि	ध	प		गं	रें	सां	नि		ध	प	नि	ध
प	म	ग	रें		ग	रें	सा	-		नि	रें	ग	म		ध	नि	रें	सां
रें	सां	नि	ध		प	म	ग	म										

## রাগ: ইমন

## স্বরমালিকা

ঝাপতাল ১০ মাত্রা

## স্থায়ী

১	২	।	৩	৪	৫	।	৬	৭	।	৮	৯	১০
ধি	না	।	ধি	ধি	না	।	তি	না	।	ধি	ধি	না
গ	রেন্		গ	প	-		ম	গ		রেন্	নি	রেন্
সা	-		নি	ধ	নি		রেন্	গ		ম	ধ	নি
নি	ধ		প	ম	গ		রেন্	ম		গ	রেন্	সা
×			২				০			৩		

## অন্তরা

ম	ধ		ম	ধ	নি		সা	-		নি	রেন্	রেন্
নি	রেন্		গ	রেন্	সা		ধ	নি		ম	ধ	প
রেন্	গ		ম	ধ	ধ		প	ম		ধ	নি	রেন্
রেন্	সা		নি	ধ	প		ম	গ		রেন্	-	সা
×			২				০			৩		

## রাগ: ইমন

### লক্ষণগীত

একতাল - মধ্যলয়

### স্থায়ী

সব গুণিজন ইমন গাবত

তীবর সুর করত সাধ ॥

### অন্তরা

সুর বাদী গাঙ্কার সাধ

সমবাদী কর নিষাদ

রাত সময় প্রথম প্রহর

চতুর সুজন মন রিঝাত ॥

### স্থায়ী

ধিন	ধিন	ধাগে	তেটে	থুন্	না	কং	তা	ধাগে	তেটে	ধিন	ধাধা
x		o		২		o		৩		৪	
সাঁ	সাঁ	নি	নি	ম	প	প	প	ম	গ	-	গ
স	ব	গু	গী	জ	ন	ই	ম	ন	গা	ব	ত
গ	-	গ	রে	গ	প	রে	গ	রে	নি	রে	সা
তী	s	ব	র	সু	র	ক	র	ত	সা	s	ধ

### অন্তরা

x		o		২		o		৩		৪	
প	গ	প	-	ধ	পপ	সাঁ	-	সাঁ	সাঁ	-	সাঁ
সু	র	বা	s	দী	গান্	ধা	s	র	সা	s	ধ
সাঁ	সাঁ	রোঁ	-	গ	রোঁ	সাঁ	সাঁ	নিধ	নি	ধ	প
স	ম	বা	s	দী	s	ক	র	নিs	ষা	s	দ
প	গ	গ	প	প	প	নি	নি	ধ	পম	ধ	প
রা	s	ত	স	ম	য়	প্র	থ	ম	প্রs	হ	র
সাঁ	সাঁ	নি	নি	ম	প	প	গ	প	রে	-	সা
চ	তু	র	সু	জ	ন	ম	ন	রি	ঝা	s	ত

## রাগ: ইমন

## লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

## স্থায়ী

সম্বাদ সুর রাগ রাজ  
তীবর সুর করত সাধ ॥

## অন্তরা

গাঙ্কার নিষাদ সম্বাদতে  
সপ্তনাদ কল্যাণ করত  
পঞ্চভূত গুণিজন মান সাম সাধ ॥

## স্থায়ী

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা
০				৩				x				২			
নি	ধ	প	ম	গ	রে	সানি	রে	সা	-	নি	ধ	নি	রে	গ	-
স	ম	বা	s	দ	s	সুs	র	রা	s	গা	s	রা	s	জ	s
০				৩				x				২			
ম	গ	ম	ধ	নি	রে	সা	-	নি	ধ	মধ	নিসা	নিধ	পম	গরে	সাসা
তী	s	ব	র	সু	র	ক	s	র	ত	সাs	ss	ss	ধs	ss	ss
০				২				x				২			

### অন্তরা

ম গ ম - | ধ নি - সা |  
গা ন্ ধা S র নি S ষা

- সা নি ধ | নি রে সা - | নি রৈ গ গ | রে সা নি ধ |  
S দ স ম বা দ তে S স প্ ত না S দ ক ল্  
০ ৩ x ২

সা নি ধ প | - ম গ - | প গ ম গ | রে সা নি রে |  
ল্যা S ণ ক S র ত S প ন্ চ S ভূ S ত S  
০ ৩ x ২

ধ নি রে গ | ম ধ নি রে | গরৈ সনি ধনি ধপা | গম্ পম্ গরে সাসা |  
গু গি জ ন মা S ন S সাS SS মS SS সাS SS ধS SS  
০ ৩ x ২

### অনুশীলনী

- ১। পাল্টাগুলো থেকে যেকোনো চারটি শুদ্ধ স্বরে প্রথম ধীর গতিতে এবং পরবর্তীতে দুষ্টুণি লয়ে পরিবেশন কর।
- ২। বিলাবল রাগের পরিচয় দাও। এই রাগে আরোহণ, অবরোহণ ও পকড় গেয়ে শোনাও।
- ৩। বিলাবল রাগের স্বরমালিকা পরিবেশন কর।
- ৪। বিলাবল রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।
- ৫। বিলাবল রাগের লক্ষণগীতের সঙ্গে যেকোনো দুটি মাত্রার তান যুক্ত করে গেয়ে শোনাও।
- ৬। ইমন রাগের পরিচয় দাও। এই রাগে আরোহণ, অবরোহণ ও পকড় শোনাও।
- ৭। ইমন রাগের স্বরমালিকা পরিবেশন কর।
- ৮। ইমন রাগের লক্ষণগীত গেয়ে শোনাও।
- ৯। ইমন রাগের লক্ষণগীতের সঙ্গে যেকোনো দুইটি আট মাত্রার তান যুক্ত করে গেয়ে শোনাও।
- ১০। অলংকার কাকে বলে?
- ১১। অলংকার বা বর্ণ কত প্রকার ও কী কী লেখ।

# চতুর্থ অধ্যায় বাংলাগান

ব্যাবহারিক

রবীন্দ্রসংগীত

তাল: দাদরা

পর্যায়: বিচিত্র

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,  
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥  
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে  
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে  
জাগে আকাশ, ছোটো বাতাস, হাসে সকল ধরা ॥  
আলোর শ্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি ।  
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী ॥  
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা  
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি  
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিবার-ঝরা ॥

II	সা	সা	-া	।	সনা	সা	-া	I	রা	রা	-া	।	সা	রা	-া	I
	আ	লো	০		আ	মা	র্		আ	লো	০		ও	গো	০	
I	গা	গা	-া	।	মা	পা	-া	I	ধা	না	-া	।	-া	-া	-া	I
	আ	লো	০		ভু	ব	ন্		ভ	রা	০		০	০	০	
I	ধা	না	-া	।	সর্সা	র্না	-া	I	ধা	পা	-ধপা	।	মা	গা	মা	I
	আ	লো	০		ন	য়	ন্		ধোও	য়া	০০		আ	মা	র্	
I	ধা	রা	-া	।	গা	গা	-পা	I	মা	গা	-া	।	-া	-া	-া	II
	আ	লো	০		হ	দ	য়		হ	রা	০		০	০	০	
II	পা	পা	-া	।	ধা	ধা	-া	I	না	না	-া	।	না	না	-া	I
	না	চে	০		আ	লো	০		না	চে	০		ও	ভা	ই	
I	পা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I	না	র্সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	আ	মা	র্		প্রা	ণে	র্		কা	ছে	০		০	০	০	
I	র্গা	র্গা	-া	।	র্গা	র্গা	-া	I	র্মা	র্গা	-া	।	র্রা	র্রা	-া	I
	বা	জে	০		আ	লো	০		বা	জে	০		ও	ভা	ই	
I	র্সা	না	-া	।	পা	ধা	-া	I	র্রা	র্সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	হ	দ	য়		বী	ণা	র্		মা	ঝে	০		০	০	০	
I	র্গা	র্গা	-া	।	র্রা	র্রা	-া	I	র্সা	র্সা	-া	।	না	না	-া	I
	জা	গে	০		আ	কা	শ্		ছো	টে	০		বা	তা	স্	



I	ধা	ধা	-া	।	পা	পা	-া	I	মা	গা	-া	।	-া	-া	-া	II	
	হা	সে	০		স	ক	ল্		ধ	রা	০		০	০	০		
II	{	পা	পা	-া	।	পা	পা	-মা	I	পা	-না	না	।	পা	ধা	-া	I
	আ	লো	রু		স্রো	তে	০		পা	ল্	তু		লে	ছে	০		
I	পা	মা	-া	।	গা	পা	-গমা	I	মা	গা	-া	।	-া	-া	-া	I	
	হা	জা	রু		প্র	জা	০০		প	তি	০		০	০	০		
I	সগা	গা	-া	।	গা	গা	-রা	I	রা	পা	পা	।	পমা	মা	-া	I	
	আ	লো	রু		ঢেউ	য়ে	০		উ	ঠ	ল		নে	চে	০		
I	পা	-া	গা	।	পা	রা	-মা	I	মা	গা	-া	।	-া	-া	-া	I	
	ম	ল্	লি		কা	মা	০		ল	তি	০		০	০	০		
I	পা	পা	-া	।	ধা	ধা	-া	I	পা	না	-া	।	না	না	-পা	I	
	মে	ষে	০		মে	ষে	০		সো	না	০		ও	ভা	ই		
I	পা	-া	পা	।	ধা	না	-া	I	না	সী	-া	।	-া	-া	-া	I	
	যা	য়	না		মা	নি	ক্		গো	না	০		০	০	০		
I	সর্গা	গা	-া	।	গা	গা	-া	I	পা	গা	-া	।	রা	রা	-া	I	
	পা	তা	য়		পা	তা	য়		হা	সি	০		ও	ভা	ই		
I	সী	না	-া	।	পা	ধা	-া	I	পা	সী	-া	।	-া	-া	-া	I	
	পু	ল	ক্		রা	শি	০		রা	শি	০		০	০	০		
I	সর্গা	গা	-া	।	পা	রা	-া	I	সী	-া	সী	।	না	না	-া	I	
	সু	র	০		ন	দী	রু		কু	ল	ডু		বে	ছে	০		
I	পা	ধা	-া	।	পা	পমা	-পা	I	পা	গা	-া	।	-া	-া	-া	III	
	সু	ধা	০		নি	ঝ	রু		ঝ	রা	০		০	০	০		

● বিচিত্র পর্যায়ের, ‘অচলায়তন’ নাটকের গান। ইমন রাগে, দাদরা তালে নিবদ্ধ এই গানটি কবি ৫০ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গে শিলাইদহে রচনা করেন।

## রবীন্দ্রসংগীত

তাল: দাদরা

পর্যায়: স্বদেশ

আমি ভয় করব না ভয় করব না ।

দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥

তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে-

তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ॥

শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে-

সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাকের 'পরে পড়ব না ॥

ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিঁধে রাস্তা দেখে

বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥

গা ।	ধা	পা	-া	II	*মা	-া	গা	।	রা	সা	-া	I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	II	॥
আ	মি	ভ	য়		ক	র্	ব	না	ভ	য়	ক	র্	ব	না	০	০	০				
				I	-া	-া	গা	।	ধা	পা	-া	I	*মা	-া	গা	।	রা	সা	-া	I	
					০	০	আ	মি	ভ	য়	ক	র্	ব	না	ভ	য়					
				I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I	
					ক	র্	ব	না	০	০	০	০	০	০	দু	বে	লা	০			
				I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I	
					ম	রা	র্	আ	গে	০	ম	র্	ব	না	ভা	ই					
				I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II	
					ম	র	ব	না	০	০	০	০	০	০	“আ	মি	ভ	য়”			
				II	{গা	গা	-া	।	পা	পা	-ধা	I	র্সা	-া	র্সা	।	র্সা	র্সা	-র্সা	I	
					ত	রী	০	খা	না	০	বা	ই	তে	গে	লে	০					
				I	র্সা	র্সর্সা	-র্গা	।	র্গা	র্সা	-া	I	র্সা	না	-া	।	ধা	পা	-া	I	
					মা	ঝে	০	মা	ঝে	০	তু	ফা	ন্	মে	লে	০					
				I	র্গা	-া	র্গা	।	র্সা	র্সা	-া	I	র্সা	না	-া	।	ধা	পা	-া	I	
					তা	ই	ব	লে	হা	ল্	ছে	ড়ে	০	দি	য়ে	০					
				I	সা	-া	রা	।	গা	-া	-া	I	গা	-া	ধা	।	ধা	পা	-া	I	
					ধ	র্	ব	না	০	০	কা	ন্	না	কা	টি	০					
				I	স	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I	
					ধ	র্	ব	না	০	০	০	০	০	দু	বে	লা	০				

I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II
	ম	র	ব		না	০	০		০	০	“আ		মি	ভ	য়”	
II	{গা	-া	গা	।	পা	পা	-ধা	I	সী	-া	সী	।	সী	সী	-রী	I
	শ	ক্	ত		যা	তা	ই		সা	ধ	তে		হ	বে	০	
I	সী	সরী	-গী	।	গী	রী	-া	I	সী	-না	না	।	ধা	পা	-া}	I
	মা	থা	০		তু	লে	০		র	ই	ব		ভ	বে	০	
I	গী	গী	-া	।	রী	রী	-া	I	সী	-না	না	।	ধা	পা	-া	I
	স	হ	জ্		প	থে	০		চ	ল্	ব		ভে	বে	০	
I	সা	-া	রা	।	গা	-া	-া	I	গা	গা	-ধা	।	ধা	পা	-া	I
	প	ডু	ব		না	০	০		পাঁ	কে	র		প	রে	০	
I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I
	প	ডু	ব		না	০	০		০	০	দু		বে	লা	০	
I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II
	ম	র	ব		না	০	০		০	০	“আ		মি	ভ	য়”	
II	{গা	-া	গা	।	পা	পা	-ধা	I	সী	সী	-া	।	সী	সী	-রী	I
	ধ	র্	ম		আ	মা	র্		মা	থা	য়		রে	থে	০	
I	সী	সরী	গী	।	গী	রী	-া		সী	-না	না	।	ধা	পা	-া}	I
	চ	০ল্	ব		সি	ধে	০		রা	স্	তা		দে	থে	০	
I	গী	গী	-া	।	রী	রী	-া	I	সী	না	-া	।	ধা	পা	-া	I
	বি	প	দ্		য	দি	০		এ	সে	০		প	ড়ে	০	
I	সা	-া	রা	।	গা	-া	-া	I	গা	গা	ধা	।	ধা	পা	-া	I
	স	র্	ব		না	০	০		ঘ	রে	র্		কো	নে	০	
I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I
	স	র্	ব		না	০	০		০	০	দু		বে	লা	০	
I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	III
	ম	র	ব		না	০	০		০	০	“আ		মি	ভ	য়”	

● স্বদেশ পর্যায়ে বাউলসুরে রচিত এই গানটি ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন।  
স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ।

## রবীন্দ্রসংগীত

তাল: দাদরা

রাগ: বেহাগ-খাম্বাজ

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে ।

পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,

তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে ॥

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা

তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা ।

শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,

সব খোঁওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে ॥

II	গা	গা	-া	।	রা	সা	-া	I	না	-া	সা	।	সরা	সা	-া	I	
	শী	তে	র্		হাও	য়া	র্		লা	গ্	ল		না০	চ	ন্		
I	পা	-া	ক্ষা	।	ক্ষা	পা	-া	I	পা	-া	মা	।	গা	রা	-া	I	
	লা	গ্	ল		না০	চ	ন্		আ	ম্	ল		কির্	এ	ই		
															॥		
I	গা	গা	-মা	।	মা	পা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	
	ডা	লে	০		ডা	লে	০		০	০	০		০	০	০		
I	ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I	নসা	-া	রা	।	রা	গা	-া	I	
	পা	তা	০		ঙ	লি	০		শি০	র্	শি		রি	য়ে	০		
I	সর্গা	-া	গা	।	গা	গা	-া	I	রা	রা	রা	।	সা	সা	-া	I	
	শি০	র্	শি		রি	য়ে	০		ঝ	রি	য়ে		দি	ল	০		
I	না	না	-া	।	ধা	পা	-া	II									
	তা	লে	০		তা	লে	০										
II	{	ক্ষা	ক্ষা	পা	।	ধা	না	-া	I	সা	রা	-া	।	রা	গা	-া	I
	উ	ড়ি	য়ে		দে	বা	র্			মা	ত্	ন্		এ	সে	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	গর্গা	পা	-া	।	মা	গা	-া	I	
	০	০	০		০	০	০		কা০	ঙা	ল্		তা	রে	০		
I	রা	-া	মা	।	গা	রসা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া}	I	
	ক	র্	ল		শে	ষে	০		০	০	০		০	০	০		

I	পা	পা	-া	।	ক্ষা	পা	-া	I	ক্ষা	পা	-া	।	পধা	পা	-া	I	
	ত	খ	ন্		তা	হা	র্		ফ	লে	র্		বা০	হা	র্		
I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	না	-র্সা	I	র্সা	-র্গা	র্গা	।	র্রা	র্সা	-া	I	
	র	ই	ল		না	আ	র্		অ	ন্	ত		রা	লে	০		
I	{	পা	-া	পা	।	ক্ষা	পা	-া	I	পধা	পা	-া	।	মা	গা	-মা	I
	শু	ন্	ন		ক	রে	০		ভ০	রে	০		দেও	য়া	০		
I	রা	গা	-া	।	মা	পা	-া	I	রা	গা	-া	।	মা	গা	-া	I	
	যা	হা	র্		খে	লা	০		তা	রি	০		লা	গি	০		
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-র্সা	I	নর্সা	-া	না	।	ধা	পা	-া	I	
	০	০	০		০	০	০		র০	ই	নু		ব	সে	০		
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	পধা	পা	-া	।	মা	গা	-মা	I	
	০	০	০		০	০	০		স০	ক	ল্		বে	লা	০		
I	রা	গা	-া	।	মা	পা	-া}	I	{	ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I
	তা	রি	০		লা	গি	০		শী	তে	র্		প	র	শ্		
I	র্সা	র্রা	-া	।	র্রা	র্গা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	
	থে	কে	০		থে	কে	০		০	০	০		০	০	০		
I	র্গা	-র্পা	র্পা	।	র্মা	র্গা	-া	I	র্রা	র্রা	-র্মা	।	র্গা	র্র্সা	-া	I	
	যা	য়্	বু		ঝি	ও	ই		ডে	কে	০		ডে	কে	০		
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া}	I	পা	-া	পা	।	ক্ষা	পা	-া	I	
	০	০	০		০	০	০		স	ব্	খোও		য়া	বা	র্		
I	ক্ষা	পা	-া	।	পধা	পা	-া	I	ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-র্সা	I	
	স	ম	য়্		আ০	মা	র্		হ	বে	০		ক	খ	ন্		
I	র্সা	-র্গা	র্গা	।	র্রা	র্সা	-া	II	II								
	কো	ন্	স		কা	লে	০										

● প্রকৃতি পর্যায়ের শীত উপ-পর্যায়ের এই গানটি বেহাগ-খাম্বাজ রাগে দাদরা তালে রচিত। কবির ৬০ বছর বয়সে রচিত এ গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে স্বরবিতান ১৫তম খণ্ডে।

## রবীন্দ্রসংগীত

### তাল: কাহারবা রাগ: বেহাগ

পর্যায়: পূজা

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ॥  
 সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,  
 শান্তি ধারায় বেদন গেল ধুয়ে- আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥  
 মন মিলে যায় আজ এই নীরব রাতে তারায়-ভরা ওই গগনের সাথে ।  
 অমনি করে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়,  
 আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়, গভীর হয়ে থাক জীবনের কাজে ॥

II	গা	-া	গা	মা	।	পা	-া	না	-া	I	ধা	-না	সী	না	।	ধপা	-া	-ধা	-গা	I	
	আ	০	কা	শ		জু	০	ড়ে	০		শু	০	নি	০		নু	০	০	০	০	
																				॥	
I	ধপা	-ধা	ধপা	-মা	।	গা	-া	-া	-া	I	ধগা	-পা	ধমা	-গা	।	রসা	-া	-া	-া	I	
	ও	ই	বা	০		জে	০	০	০		ও	ই	বা	০		জে	০	০	০	০	
I	সপা	-া	মা	-া	।	গা	-রা	সা	-না	I	-সা	-রা	-গা	-মা	।	-পা	-া	-া	-া	I	
	তো	০	মা	০		রি	০	না	০		০	০	০	০		০	০	০	ম্		
I	পগা	-মা	মা	-পা	।	পা	-ধা	ধপা	-মা	I	পা	-ধা	ধনা	-া	।	-া	-া	-া	-া	I	
	স	০	ক	ল্		তা	০	রা	র্		মা	০	ঝে	০		০	০	০	০		
I	ধপা	-ধা	ধপা	-মা	।	গা	-া	-া	-া	I	ধগা	-পা	ধমা	-গা	।	রসা	-া	-া	-া	II	
	ও	ই	বা	০		জে	০	০	০		ও	ই	বা	০		জে	০	০	০	০	
II	{	পা	-া	পা	-া	।	পনা	-া	না	-া	I	নসী	-া	সী	-া	।	সী	-া	-া	-না	I
	সে	০	না	ম্		খা	০	নি	০		নে	০	মে	০		এ	০	০	০		
I	রসী	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	-পা	I	পা	-ধা	না	-া	।	-া	-া	-া	-া	I	
	ল	০	০	০		০	০	০	০		ভুঁ	০	য়ে	০		০	০	০	০		
I	ধপা	-ধা	না	-া	।	-া	-া	সী	না	I	নধা	-না	ধপা	-া	।	ধপা	-ধা	ধপা	-ধপা	I	
	ক	০	খ	০		০	ন্	আ	০		মা	ল	০	লা	ট্		দি	০	ল	০০	
I	ধমা	-পা	গা	-া	।	-া	-া	-া	-া	I	গপা	-া	-া	মা	।	মা	-পা	ধগা	-া	I	
	ছুঁ	০	য়ে	০		০	০	০	০		শা	০	ন্	তি		ধা	০	রা	০		
I	-গা	-মা	-পা	-মা	।	-ধগা	-া	-া	-মা	I	ধগা	-রা	সা	না	।	সা	-গা	গা	-মা	I	
	০	০	০	০		০	০	০	০		য্	বে	০	দ		ন	গে	০	ল	০	

- I রগা -মা মা -া । -া -া -া -া I মর্সা -া সী -া । সী -া সী -র্সী I  
 ধু০ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ আ০ ০ প ন্ আ ০ মা ০র্
- I ঞ্না -া -া রা । ঞ্না -া সী ঞ্না I নর্সা ঞ্না ধপা -া । -া -া -া -া I  
 আ ০ প্ নি ম ০ রে ০০ লা০ ০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০
- I ঞ্না ধা ঞ্না -মা । গা -া -া -া I ঞ্না -পা ঞ্না -গা । রসা -া -া -া II  
 ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০
- II {সনা -া -া না । সা -গা গা -া I সগা -া গা -া । গা -া গা মা I  
 ম০ ০ ন্ মি লে ০ যা য় আ০ জ্ এ ই নী ০ র ব
- I ঞ্না -া -গা -মা । ঞ্না -া -া -া I গপা -া পা -ক্ষা । ঞ্না -ক্ষা ঞ্না -া I  
 রা ০ ০ ০ তে ০ ০ ০ তা০ ০ রা য় ভ ০ রা ০
- I পা -না -া ধা । ঞ্না -া মা গা I ঞ্না -া -গা -মা । ঞ্না -া -া -া} I  
 ও ০ ই গ গ ০ নে র সা ০ ০ ০ থে ০ ০ ০
- I {গপা -ধা -া পা । পনা -া না -র্সা I নর্সা -া সী -া । সী -া সী -র্না I  
 অ০ ০ ম্ নি ক০ ০ রে ০ আ০ ০ মা র্ এ ০ হ ০
- I রর্সা -া -া -া । -া -া -া -া I সর্গা -া -র্গা -া । ঞ্না -া ঞ্না -া I  
 দ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় তো০ ০ মা র্ না ০ মে ০
- I ঞ্না -র্সী -া -র্সা । ঞ্না -ধা পা -নধা I না -া -া -া । -া -া -া -া} I  
 হো ০০ ক্ না না ০ ম ০০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়
- I সা -া সা -গা । গা -া গা -া I ঞ্না -া গা -মা । মা -া মা -পা I  
 আঁ ০ ধা ০ রে ০ মো র্ তো ০ মা র্ আ ০ লো র্
- I পা -া -া -া । -া -া -া -া I পর্সা -া সী -া । সী -া সী -র্সী I  
 জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় গ০ ০ ভী র্ হ ০ য়ে ০০
- I ঞ্না -রা -া সী । সী -া সী -র্সী I নর্সা -া ধপা -া । -া -া -া -া I  
 থা ০ ক্ জী ব ০ নে ০র্ কা০ ০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
- I ঞ্না -ধা ঞ্না -মা । গা -া -া -া I ঞ্না -পা ঞ্না -গা । রসা -া -া -া II II  
 ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০

● কাহারবা তালে, বাউলসুরে ও বেহাগ রাগে রচিত পূজা পর্যায়ের এই গানটি কবি ৫৭ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিতান ৩৪তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

## নজরুলসংগীত

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি

আমার দেশের মাটি ॥

এই দেশেরই মাটি জলে এই দেশেরি ফুলে ফলে  
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে মন্দিরে এর এঁটো খেতে  
তীর্থ করে ধন্য হতে আসে কত জাতি ।

এই দেশেরই ধূলায় পড়ি মাণিক যায় রে গড়াগড়ি  
ও ভাই বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো এই দেশেরি জিয়ন-কাঠি ॥

এই মাটি এই কাদা মেখে এই দেশেরি আচার দেখে  
সভ্য হল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি ।

সন্ন্যাসীনি সকল দেশে জ্বাললো আলো ভালবেসে  
আঁধার রাতে একলা জাগে আগলে রে এই শ্মশান ঘাটি ॥

এইচ. এম. ভি. এন. ৭০৯৭ ।। শিল্পী: গোপাল সেন ।। তাল: দাদরা

গা	মা	II	{	পা	না	-া	।	সাঁ	-নসাঁ	-রাঁ	I	সাঁ	গা	-ঁগা	।	ধা	পধা	-গা	I
ও	ভাই			খাঁ	টি	০		শো	না০	র্		চে	য়ে	০		খাঁ	টি	০	
I	পা	মা	-া	।	মা	গা	-মা	I	সাঁ	গা	-া	।	-া	-া	-া}	I			
	আ	মা	র্		দে	শে	র্		মা	টি	০		০	০	০				
I	{	পা	-া	পা	।	পঁনা	না	-া	I	না	না	-সাঁ	।	সাঁ	সাঁ	-া	I		
	এ	ই	দে		শে	রি	০		মা	টি	০		জ	লে	০				
I	সাঁ	-া	রাঁ	।	রাঁ	রাঁ	-গাঁ	I	সঁরাঁ	রাঁঃ	-গঁঃ	।	সাঁ	না	-া	I			
	এ	ই	দে		শে	রি	০		ফু০	লে	০		ফ	লে	০				
I	(	পা	-া	পা	।	পঁনা	না	-া	I	সাঁ	সাঁ	-া	।	সঁরাঁ	-গাঁ	সঁরাঁ	I		
	এ	ই	দে		শে	রি	০		মা	টি	০		জ	০	০				
I	সঁসাঁ	-া	-া	।	-া	-া	-া)}	I	পা	-সাঁ	সাঁ	।	সঁনা	সঁসাঁঃ	-পঃ	I			
	লে	০	০		০	০	০		ত্	ষ্	গা		মি০	টা০	ই				
I	পধা	পধাঃ	-মঃ	।	মা	গা	-া	I	গা	গা	-মা	।	পা	না	-া	I			
	মি০	টা০	ই		ক্ষু	ধা	০		পি	য়ে	০		এ	রি	০				



I	না	ধাঃ	-সঃ	।	না	পধা	-গা	I	ধা	পা	-া	।	মা	গা	-মা	I
	দু	ধে	র্		বা	টি০	০		আ	মা	র্		দে	শে	র্	
I	রা	গা	-া	।	-া	গা	মা	II								
	মা	টি	০		০	ও	ভাই									
II	সা	-া	সা	।	সা	সা	-পা	I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I
	এ	ই	মা		য়ে	রি	০		প্র	সা	দ্		পে	তে	০	
I	পা	-া	ধা	।	গা	গধা	-পা	I	পধা	পা	-া	।	মা	গা	-া	I
	ম	ন্	দি		রে	এ০	র্		এঁ০	টো	০		খে	তে	০	
I	মা	-া	মা	।	মা	মা	-া	I	মা	-ধা	পা	।	মা	মা	-পা	I
	ভী	র্	থ		ক	রে	০		ধ	০	গ্য		হ	তে	০	
I	-মগা	-া	গা	।	পা	মা	গা	I	গরা	গা	-া	।	-া	-া	-া	I
	০০	০	আ		সে	ক	ত		জা০	তি	০		০	০	০	
I	সা	-া	সা	।	সা	সা	-পা	I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I
	এ	ই	মা		য়ে	রি	০		প্র	সা	দ্		পে	তে	০	
I	পা	প-সাঁ	সাঁ	।	সাঁ	সাঁঃ	-পঃ	I	পা	পাঃ	-মঃ	।	মা	গা	-া	I
	ম	ন্	দি		রে	এ০	র্		এ০	টো	০		খে	তে	০	
I	গা	-মা	মা	।	মা	মা	-া	I	মা	-ধা	পা	।	মা	পা	-গা	I
	ভী	র্	থ		ক্	রে	০		ধ	০	গ্য		হ	তে	০	
I	গা	গা	-পা	।	মা	গা	-মা	I	রা	গা	-া	।	-া	গা	-মা	I
	আ	সে	০		ক	ত	০		জা	তি	০		০	ও	ভাই	
I	{পা	-া	পা	।	পনা	না	-া	I	পসাঁ	-সাঁ	-া	।	সাঁ	সাঁ	-া	I
	এ	ই	দে		শে	রি	০		ধু	লা	য়		প	ড়ি	০	
I	সাঁ	সাঁ	-রী	।	রা	-া	সাঁ	I	সঁরী	গাঁঃ	-রঁঃ	।	সাঁ	না	(-া)}	I
	মা	নি	ক্		যা	য়	রে		গ০	ড়া	০		গ	ড়ি	০	

ননা I	না	-সাঁ	সাঁ	।	সাঁ	সাঁ	-পা I	পা	-ধা	পা	।	মা	গা	-া I
ওভাই	বি	০	খে		স	বা	র্	যু	ম্	ভা		ঙা	লো	০
I	গা	-া	মা	।	পা	না	-া I	না	ধা	-সাঁ	।	না	পধা	-গা I
	এ	ই	দে		শে	রি	০	জি	য়	ন্		কা	ঠি০	০
I	ধা	পা	-ধপা	।	মা	গা	-মা I	রা	গা	-া	।	-া	গা	মা II
	আ	মা	০র্		দে	শে	র্	মা	টি	০		০	ও	ভাই
II	সাঁ	-া	সা	।	সা	সপা	-া I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া I
	এ	ই	মা		টি	এ০	ই	কা	দা	০		মে	খে	০
I	পা	-া	ধা	।	গা	গা	-ধা I	পধা	পা	-া	।	মা	গা	-া I
	এ	ই	দে		শে	রি	০	আ০	চা	র্		দে	খে	০
I{	মা	-া	মা	।	*মা	মা	-া I	মা	মা	-ধা	।	পা	মপা	-গা I
	স	০	ভ্য		হ	ল	০	নি	খি	ল্		ভু	ব০	ন্
I	গা	-া	পা	।	মা	গা	-মা I	রা	গা	-া	।	-া	-া	-া I
	দি	০	ব্য		প	রি	০	পা	টি	০		০	০	০
I	(সা	-া	সা	।	সা	সপা	-া I	সা	পা	পা	।	পা	-া	-া I
	এ	ই	মা		টি	এ০	ই	কা	দা	মে		খে	০	০
I	পা	-সাঁ	সাঁ	।	সাঁ	সাঁঃ	-পঃ I	পা	পা	-মা	।	মা	গা	-া)) I
	এ	ই	দে		শে	রি	০	আ	চা	র্		দে	খে	০
I	{পা	-া	পা	।	না	না	-ধা I	*সাঁ	সাঁ	-া	।	সাঁ	সাঁ	-া I
	স	ন্	ন্যা		সী	নি	০	স	ক	ল্		দে	শে	০
I	সাঁ	রী	রী	।	রী	রী	-র্গা I	সর্গা	সর্গা	-র্গর্গা	।	সাঁ	না	-া} I
	জা	ল্	লো		আ	লো	০	ভা০	লো	০০		বে	সে	০
I	পা	-না	-সাঁ	।	রী	-সাঁ	-া I	সাঁ	সাঁ	-া	।	সাঁ	সাঁ	-পা I
	মা	০	০		০	০	০	আঁ	ধা	র্		রা	তে	০
I	পা	ধা	পা	।	মা	গা	-া I	গা	-া	মা	।	পা	না	-া I
	এ	কে	লা		জা	গে	০	আ	গ্	লে		রে	এ	ই

I ন ধাঃ -সঃ । না পধা -ণা I ধা পা -া । মা গা -মা I  
 শ্ম শা ন্ ঘা টি ০ ০ আ মা র্ দে শে র্  
 I রা গা -া । -া গা মা II II  
 মা টি ০ ০ ও ভাই

- দাদরা তালে ও বাউলসুরে রচিত, স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৩৩ সালে এইচ. এম. ভি. কোম্পানি থেকে। শিল্পী ছিলেন গোপাল সেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত ‘নজরুল স্বরলিপি’ বইটির ৩৪তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

## নজরুলসংগীত

তাল: দাদরা

চল্ চল্ চল্ । চল্ চল্ চল্ ।

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী-তল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল্ রে চল্ রে চল্ ॥

উষার দুয়ারে হানি' আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাব তিমির রাত

বাধার বিক্ষ্যাচল ॥

নব নবীনের গাহিয়া গান

সজীব করিব মহাশয়ান

আমরা দানিব নূতন প্রাণ

বাহুতে নবীন বল ॥

চলরে নও জোয়ান

শোন রে পাতিয়া কান

মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে

জীবনের আহ্বান ।

ভাঙ রে ভাঙ আগল

চল্ রে চল্ রে চল্ ॥

এইচ. এম. ভি. এন ৭১৫৫ ॥ শিল্পী: ধীরেন্দ্রনাথ দাস ॥ মার্চ-সংগীত ॥ ছায়াছবি: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ॥ তাল: দাদরা

[১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে এসে কবি এ গানটি রচনা করেন ।]

II {	পা	-সা	-া	।	পা	-সা	-া	I	পা	-সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	চ	০	ল্		চ	০	ল্		চ	০	০		০	০	ল্	
I	পা	-সা	-া	।	পা	-সা	-া	I	পা	-সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	চ	০	ল্		চ	০	ল্		চ	০	০		০	০	ল্	
I	সা	-গা	গা	।	সা	গা	গা	I	সা	গা	গা	।	মা	-গরা	-রা	I
	উ	র্	ধ		গ	গ	নে		বা	জে	মা		দ	০০	ল্	

I রা -া রা । না রা রা I না রা রা । গা -রসা -সা I  
নি ম্ নে উ ত লা ধ র গী ত ০০ ল্

I সা গা গা । সা গা গা I সা গা মা । পা -গা -মা I  
অ রু ণ প্রা তে র ত রু ণ দ ০ ল্

I ধা -পা মা । গা -রা না I সা -া -া । -া -া -া }II  
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ল্ ০ ০ ০ ০

[সাঁ]

II{ পা সাঁ -া । সাঁ সাঁ না I না না গা । না -ধা -া I  
উ ষা র্ দু য়া রে হা নি আ ষা ০ ত্

I ধা -া দা । ধা ধা দা I ধা ধা দা । নধা -দধা -পা I  
আ ম্ রা আ নি ব রা ঙ্গা প্র ভা ০ ০০ ত্

I পা পা ক্ষা । পা পা ক্ষা I পা পা ক্ষা । ক্ষাপা -ধপা -মা I  
আ ম্ রা টু টা ব তি মি র রা ০ ০০ ত্

I মা মা গা । রা -পা মা I (গা -া -া । -া -সাঁ -া ))I  
বা ধা র বি ন্ ধ্যা চ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -া -রা । -া -মা -া I  
চ ল্ ০ ০ ০ ০

I{ মা মা মা । মা মা -া I মা মা গা । মা -া -া I  
ন ব ন বী নে র্ গা হি য়া গা ০ ন্

I গা গা -পা । গা গা জ্ঞা I গা গা জ্ঞা । গা -গা -া I  
স জী ব্ ক রি ব ম হা শ্মা শা ০ ন্

I রা -া ঋ । রা রা ঋ I রা রা -ঋ । গরা -া -া I  
আ ম্ রা দা নি ব নু ত ন প্রা ০ ০ ণ্

I	পা	ধা	না		সা	গা	গা	I	সা	-া	-া		-া	-মা	-া	I
	বা	হ	তে		ন	বী	ন		ব	০	০		০	০	ল্	
I{	সাঁ	-গাঁ	গাঁ		রাঁ	রাঁ	না	I	সাঁ	-া	-া		-া	-া	-না	I
	চ	ল্	রে		ন	ও	জো		য়া	০	০		০	০	ন্	
I	না	-া	গা		না	না	গা	I	না	-া	-ধা		-া	-সাঁ	-া	I
	শো	ন্	রে		পা	তি	য়া		কা	০	০		০	০	ন্	
I	সাঁ	-া	সাঁ		ধা	পা	-া	I	সাঁ	ধা	পা		সাঁ	ধা	পা	I
	ম্	০	তু্য		তো	র	ণ্		দু	য়া	রে		দু	য়া	রে	
I	পা	পা	গা		-া	রা	-া	I	সা	-া	-া		-া	-মা	-া	I
	জী	ব	নে		র	আ	ও		হ্রা	০	০		০	০	ন্	
I	মা	-া	মা		মা	-া	মা	I	মা	-া	-া		-া	-া	-া	I
	ভা	ঙ	রে		ভা	ঙ	আ		গ	০	০		০	০	ল্	
I	গা	-া	রা		গা	-া	রা	I	সা	-া	-া		-া	-মা	-া	I
	চ	ল্	রে		চ	ল্	রে		চ	০	০		০	০	ল্	
I	মা	-া	মা		মা	-া	মা	I	মা	-া	-া		-া	-া	-া	I
	ভা	ঙ	রে		ভা	ঙ	আ		গ	০	০		০	০	ল্	
I	গা	-া	রা		গা	-া	রা	I	সা	-া	-া		-া	-া	-া	II II
	চ	ল্	রে		চ	ল্	রে		চ	০	০		০	০	ল্	

● দাদরা তালে নিবদ্ধ এই গানটি ১৯৭২ সালে ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নজরুল ইন্সটিটিউটকৃত নজরুলসংগীত স্মরণলিপির ৩৫তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

## নজরুলসংগীত

তাল: দাদরা

উভয়ে : দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য,

হে উদার নাথ, দাও প্রাণ ।

স্ত্রী : দাও অমৃত মৃত জনে,

পুরুষ : দাও ভীত চিত জনে,

উভয়ে : শক্তি অপরিমাণ ।

হে সর্বশক্তিমান ॥

স্ত্রী : দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু,

স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু,

উভয়ে : দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ,

দাও শুদ্ধ জ্ঞান ।

হে সর্বশক্তিমান ॥

স্ত্রী : দাও দেহে দিব্য কান্তি,

পুরুষ : দাও গেহে নিত্য শান্তি,

উভয়ে : দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ ।

স্ত্রী : ভীতি নিষেধের উর্ধে স্থির,

পুরুষ : রহি যেন চির-উন্নত শির

উভয়ে : যাহা চাই যেন জয় করে পাই,

গ্রহণ না করি দান ।

হে সর্বশক্তিমান ॥

HMV N. 7290 ॥ শিল্পী: আব্দুরবাল্লা ও ধীরেন দাস ॥ প্রার্থনা-সংগীত ॥ তাল: দাদরা

II	গা	-	সা	।	গা	-	সা	I	গা	-	-	।	গমা	-পধা	পা	I
	দা	০	ও		শৌ	র্	য		দা	০	ও		ধৈ০	০র্	য	
I	মা	-	মা	।	মা	-গরা	সা	I	রা	-	-	।	-	-	-	I
	হে	০	উ		দা	০০	র		না	০	০		০	০	থ্	
																॥
I	ধা	-না	-সা	।	-রা	-গা	-রগরা	I	সা	-	-	।	-	-	-	I
	দা	০	০		০	০	ও০০		প্রা	০	০		০	ন্	০	

I ঙ্গা -া -া । পা পা পা I পা পধা পধপা । পা -মা -া I  
দা ০ ও অ ম্ ত ম্ ত০ জ০০ নে ০ ০

I ঙ্গা -া -া । -া -া মগা I মা মপা মা । গা -া -া I  
দা ০ ও ভী ০ ত০ চি ত০ জ নে ০ ০

I ঙ্গা -া -া । গা গা গা I গা -মা -রা । রা -া -ধা I  
শ ক্ তি অ প রি মা ০ ন্ হে ০ ০

I ধা -না সা । রা -গা রা I সা -া -া । -া -া -া I  
স র্ ব শ ক্ তি মা ০ ০ ০ ০ ন্

II { ধর্সা -া ঙ্গা । ধর্সা -া ঙ্গা I ধর্সা -া ধা । ধর্সা -া সী I  
দা০ ০ ও স্বা ০ স্থ্য দা০ ০ ও আ০ ০ য়ু

I ধনা -া নাঙ্গ । ধনা -া নাঙ্গ I ধনা -া নাঙ্গ । ধা -া -পা I  
স্ব০ ০ চ্ছ আ০ ০ লো মু০ ক্ তো বা ০ য়ু

[পা]

I ধ -া -সী । -া -া -া } I পা -া -া । পা -া পাঙ্গ I  
দা ০ ০ ০ ০ ও দা ০ ও চি ০ ভ

I ঙ্গা -া ঙ্গা । মা -া -মা I মা -া -া । ঙ্গা -া গা I  
অ ০ নি রু ০ দ্ব দা ০ ও ও ০ দ্ব

I রগা -া -া । ঙ্গা -া -ধা I -ধা না সা । রা -গা রা I  
জা০ ০ ন্ হে ০ ০ স র্ ব শ ক্ তি

I সা -া -া । -া -া -া II  
মা ০ ০ ০ ০ ন্

II { পা -া ধা । ধা -া ধনা I পা -সী সনা । না -ধপা পাঙ্গ I  
দা ০ ও দে ০ হে০ দি ০ ব্য০ কা ০ ন্ তি

I গা -া -পা । -া -া -া I পা -গা রা । রা -গা গর্গা I  
দা ০ ০ ০ ০ ও দা ০ ও গে ০ হে০



I রা -গাঁ গঁরা । রা -সাঁ সঁধা I ধা -া -সাঁ । -া -া -া }I  
 নি ০ ত্য০ শা ন্ তি০ দা ০ ০ ০ ০ ০ ও

I পা -া -া । পা -া পা I পা -ধা মা । মা -পা গা I  
 দা ০ ও পূ ০ গ্য থ্রে ০ ম ভ ক্ তি

I গা -মা পা । ধা না -সাঁ I ধা -া -া । -া -া -া I  
 ম ৎ গ ল ক ল্ ল্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ সাঁ -সঁনা I রাঁ -ধা ধাঁ । ধা -া -সাঁ I  
 ভী তি নি ষে ধে ০র্ উ র্ ধে স্থি ০ র্

I সাঁ গাঁ রাঁ । গাঁ ম্যাঁ পাঁ I গাঁ -ম্যাঁ ম্যাঁ । রাঁ সাঁ -া }I  
 র হি যে ন চি র উ ন্ ন ত শি র্

I -া -া -া । -া না নাঁ I ধনা -া -া । -া না নসাঁ I  
 ০ ০ ০ ০ যা হা চা ০ ০ ই ০ যে ন০

I ধনা -না নধা । ধপা পা -া I সা সা সা । সা সা সনা I  
 জ০ য় ক০ রে০ পা ই থ হ ন না ক রি০

I ন্‌রা -া -া । রা -া -ধা I ধা -না সা । রা গা রগরা I  
 দা০ ০ ন্‌ হে ০ ০ স র্ ব শ ক্ তি০০

I সা -া -া । -া -া -া II II । I  
 মা ০ ০ ০ ০ ন্‌

● এটি একটি প্রার্থনা সংগীত। হেমকল্যাণ রাগে রচিত ভজন অঙ্গের এই গানটির প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৩৪ সালে। শিল্পী ছিলেন ধীরেন দাস ও আঙ্গুরবালা। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি' ২৬তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে। গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ।

## নজরুলসংগীত

তাল: তাল-ফেরতা

যায় ঝিল্মিল্ ঝিল্মিল্ ঢেউ তুলে

দেহের কূলে কে চঞ্চলা দিগঞ্চলা

মেঘ-ঘন-কুন্তলা ।

দেয় দোলা পূব-সমীরণে

বনে বনে দেয় দোলা ॥

চলে নাগরী দোলে ঘাগরী

কাঁখে বরষা-জলের গাগরী

বাজে নূপুর-সুর-লহরী

রিমিঝিম্, রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্

চল-চপলা ॥

দেয়ারী তালে কেয়া কদম নাচে

ময়ূর-ময়ূরী নাচে তমাল-গাছে ।

এলায়ে মেঘ-বেণী কাল-ফণী

আসিল কি দেব-কুমারী

নন্দন-পথ-ভোলা ॥

TWIN FT. 3328 ॥ শিল্পী: মিস্ আশালতা ॥ নৃত্য-সমলিত ॥ তাল-ফেরতা

কাহারবা

সা -রা II সণা -া সা -া । ঞ্জা -া মা -া I পা -া -পা দা । পা -া মা -পা I  
 যা য় ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঢে ০ উ তু লে ০ দে ০

I মজা -া -া পা । মা -জা জা -া I রা -া -া মা । জা -া রা -জা I  
 হে ০ ০ র্ কূ লে ০ কে ০ চ ০ ন্ চ লা ০ দি ০

I সা -া -া জা । রা -া -া -া I রা -া -া মা । জা -রা সা -রা I  
 গ ০ ন্ চ লা ০ ০ ০ মে ০ ০ ঘ ঘ ০ ন ০

I সণা -া -া রা । সা -া সা -রা I সণা -া সা -া । ঞ্জা -া মা -া I  
 কুন্ ০ ০ ত লা ০ যা য় ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঝিল্ ০ মিল্ ০

I পা -া -া দা । পা -া -া -া I {পর্সা -া -া সী । সী -পা -া -া I  
 ঢে ০ উ তু লে ০ ০ ০ দে০ ০ য় দো লা ০ ০ ০

I পণা -া -া গা । গা -পা পা -া I জ্ঞা -মা মা -জ্ঞা। জ্ঞাপা -া পা -মা I  
 দে০ ০ য় দো লা ০ পূ ব্ স ০ মী ০ র০ ০ গে ০

I মা -জ্ঞা জ্ঞা -রা । রা -সা সা -রা I সন্না -া -া রা । সা -া (-া -া) I সা -রা II  
 ব ০ নে ০ ব ০ নে ০ দে০ ০ য় দো লা ০ ০ ০ “যা য়”

[মা -া -মপা]

পা পা II {মা -া -পা পা । পা -া পা পা I মা -া -ধপা পা । মজ্ঞা -া (জ্ঞা মা)} I  
 চ লে না ০ ০ গ রী ০ দো লে যা ০ ০০ গ রী ০ ০ চ লে

I জ্ঞা মা I জ্ঞা মা পা -ণা। পা -ণা সী -রা I সঁরা -া সী -না। সী -া সঁরা না I  
 কাঁ খে ব র যা ০ জ ০ লে র্ গা ০ ০ গ ০ রী ০ বা জে

I {সঁরা -জ্ঞা জ্ঞা রা । রা সী সঁরা না I (সী -া -া -া । -া -া সী না)} I  
 নু ০ ০ পু র সু র ল হ রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা জে

I সী -া -া পা । পা -া পা -া I দা -া -া -মা। মা -পা -া প-জ্ঞা I  
 রী ০ ০ রি মি ০ ঝি ম্ রি ০ ০ ম্ ঝি ০ ০ ম্

I মা -া -া -জ্ঞা । পা -া -া -মজ্ঞা I জ্ঞা -মা পা গা । গা -পা সী -গা I  
 রি ০ ০ ম্ ঝি ০ ০ ০ম্ চ ০ ল চ প ০ লা ০

I -রা -সী -গা -ধা । -পা -মা -জ্ঞা -রা I জ্ঞা -মা পা গা । গা -পা সী -া I  
 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ চ ০ ল চ প ০ লা ০

I -া -া -া -া । -া -া সা -রা II  
 ০ ০ ০ ০ ০ ০ “যা য়”

দাদ্রা

II { -া -া পা । পা পা -মা I পা -গা গা । দা পা -া I  
 ০ ০ দে যা রি ০ তা ০ লে কে যা ০

I পা -দা পা । মা -গা মা I পা -া সী । না সী সপা I  
ক ০ দ ম ০ না চে ০ ম য় র ম০  
I পা -দা পা । মা -পা মা I জরা -মা জা । জরা -সা -না I  
য় ০ রী না ০ চে ত০ ০ মা ল ০ গা  
I (সা -া -া । -া -া -া) I  
ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

## কাহারবা

I সা -া -া না । সা -না সা -না I {সজা -া -া জা । রা -সা সা -রা I  
ছে ০ ০ এ লা ০ য়ে ০ মে ০ ০ ঘ বে ০ নী ০  
I রগা -া -া গা । মা -া -া -া I মা ধা -া মা । ধা -া -া -া I  
কা ০ ০ ল্ ফ নী ০ ০ ০ আ সি ০ ল কি ০ ০ ০  
I ধা -া -সী গা । ধা -পা মগা -মা I পদা -া দা পা । মা জা রা -জা I  
দে ০ ব্ কু মা ০ রী ০ ০ ন০ ন্ দ ন প থ ভো ০  
I (পা -া -া না । সা -না সা -না) I পা -া -া -গা । -ধা -পা মগা -মা I  
লা ০ ০ এ লা ০ য়ে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ কে ০ ০  
I পা -া -া দা । পা -মা জা -রা I সা -া -া জা । রা -া -া -া I  
চ ০ ন্ চ লা ০ দি ০ গ ০ ন্ চ লা ০ ০ ০  
I রা -া -া মা । জা -রা সা -রা I ন্না -া -া রা । সা -া সা -রা II II  
মে ০ ০ ঘ ঘ ০ ন ০ কু ০ ন্ ত লা ০ “যা য়”

- এই গানটি ভীমপলশ্রী রাগে রচিত। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত ‘নজরুলসংগীত স্বরলিপি’র তৃতীয় খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। গানটির তাল: তাল-ফেরতা (কাহারবা ও দাদরা)।

## লোকসংগীত

কথা: সংগ্রহ    সুর: গিরীণ চক্রবর্তী  
তাল: কাহারবা

বেলা দ্বিপ্রহর ধূ ধূ বালুচর  
ধূপেতে কলিজা ফাটে  
পিয়াসে কাতর ।

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে  
ছায়া দেরে তুই আল্লাহ মেঘ দে ॥

আসমান হইল টুড়া টুড়া  
জমিন হইল ফাড়া  
মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে  
মেঘ দিব তোর কেডা ॥

হালের গরু বাইন্দা  
গিরস্থ মরে কাইন্দা  
ঘরের রমণী কান্দে  
ডাইল খিচুড়ি রাইন্দা ॥

আম পাতা লড়ে চড়ে  
কাডল পাতা ঝরে  
পানি পানি কইরা বিলে  
পানি কৌড়ী মরে ॥

ফাইটা ফাইটা রইছে যত  
খালা বিলা নদী  
পানির লাইগা কাইন্দা মরে  
পঞ্জি জলধি ॥

কপোত কপোতী কান্দে  
খোপেতে বসিয়া  
শুকনা ফুলের কলি পড়ে  
ঝরিয়া ঝরিয়া ॥



II পা ধা সা সা | রাঃ -মঃ গর্মা -রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | পা ধা -া -া I  
হা লের্ গ রু বাই ন্ দা০ ০ গি রহু ম রে০ কাইন্ দা ০ ০

I পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I রঁসাঃ সঃ গা ধগা | গপা ধা ধগা মা I  
ঘ রে র র ম গী০ কান্ দে ডাইল্ থি চু ডি রাইন্ ধা আল্ লা

II পা -ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | পা ধা -া -া I  
আ ম্ পা তা ল ডে০ চ০ ডে কা ডল পা তা০ বা রে ০ ০

I পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা -রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | গপা ধা ধগা মা II  
পা নি পা নি কই রা০ বি০ লে পা নি কৌ ডী০ ম০ রে আল্ লা

II পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | পা ধা -া -া I  
ফাই টা ফাই টা রই ছে য০ ত খা লা বি লা ন দী ০ ০

I পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | গপা ধা ধগা মা II  
পা নিরু লাই গা কাইন্ দা০ ম০ রে প ঙ্ থি জ০ ল০ থি আল্ লা

II পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | পা ধা -া -া I  
ক পো ত ক পো তী০ কান্ দে খো পে তে০ ব০ সি য়া ০ ০

I পা ধা সা সা | রা রর্মা গর্মা রা I সঁসা সা সঁগা ধগা | গপা ধা ধগা মা III  
গুন্ না ফু লের ক লি০ প০ ডে বা রি য়া বা০ রি০ য়া আল্ লা

**ভাটিয়ালি**  
**কথা ও সুর: আবদুল লতিফ**  
**তাল: কাহারবা**

ও পদ্মা নদীরে ... ....  
সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই  
বল আমারে তোর কিরে আর কূল কিনারা নাই  
ও নদীর কূল কিনারা নাই ॥  
পারের আশায় তাড়াতাড়ি,  
সকাল বেলায় ধরলাম পাড়ি  
আমার দিন যে গেল সন্ধ্যা হল তবু না কূল পাই  
কূল কিনারা নাই ও নদীর কূল কিনারা নাই ॥  
পদ্মারে তোর তুফান দেইখা পরান কাঁপে ডরে  
ফেইলা আমায় মারিস না তোর সর্বনাশা ঝড়ে ।  
একে আমার ভাঙ্গা তরী  
মাল্লা ছয়জন সল্লা করি  
আমার নায়ে দিল কুড়াল মারি কেমনে পারে যাই  
কূল কিনারা নাই ॥

[তাল ছাড়া গাইতে হবে]

I	পা	-া	ধা	-সাঁ	রী	গঁরী	-া	গাঁ	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	I
	ও	০	প	দ্মা	ন	দী০	০	রে	০	০	০	০	০	০	০	০	
I	-রী	-মী	-গাঁ	-রী	সাঁ	-না	-ধা	-পা	-ধনধা	-পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	I
	০	০	০	০	০	০	০	০	০০০	০	০	০	০	০	০	০	

[তালে গাইতে হবে]

+		০		+		০												
II	-া	-া	সা	সা ।	-া	গা	গা	-মা	I	পা	-না	না	-া ।	সাঁ	-নসাঁ	-নধা	-পা	I
	০	০	স	ব	০	না	শা	০	প	০	দ্মা	০	ন	০০	০০	০		
I	ধনধা	-া	-পা	-া ।	-া	-া	-া	-া	I	-া	-া	পা	না ।	-া	সাঁ	রী	-সাঁ	I
	দী০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	তোর কা	০	ছে	শু	০	



I র্গর্গরী -া -সী -া । -া -া -া -া I -া -া পর্সী সী । -না সী নর্সী -রী I  
ধা০০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বন্ আ ০ মা রে০ ০

I সর্সর্সী -ণা ণর্সনা -ধা । ধণধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । -ণধা পমা মা -পা I  
তো০০র্ কি০০ ০ রে০০ ০ আ০০ র্ ০ ০ কুল্ কি ০০ না০ রা ০

I পধা -া -া -া । -া -া -া -ণা I পা -ণা -ধণা -পধা । মপা -গমা -রগা -সা I  
না০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I গা -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া সা গা । গা -মা পা -মপা I  
ই ০ কূ০ ল্ কি না রা০০ ০ না ০ ই ও ন ০ দী ০০

I -মা গা গপা মা । গা রসা -া সা I সা -া সা -া । -া -া -া -া II  
০ র্ কূ০ ল্ কি না০ ০ রা না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

ধর্সী সর্গা II -সর্গা ধা পমা মা । পা -া পধা -ণা I -ধা ধা ধা -ণা । -ধণধা -পা -া -া I  
পা০ রে০ ০র্ আ শা০ য় তা ০ ডা০ ০ ০ তা ডি ০ ০০০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা । -সী সী সী সী I সী -রী রী -মী । গর্মর্গী -রী রী -র্গী I  
০ ০ স কা ল্ বে লা য় ধ র্ লা ম্ পা০০০ ডি ০

I -র্গর্গরী -া -া -া । -া -া সর্সী -র্গা I -র্গর্গরী -সর্সী -সী -া । -া -া -া -া I  
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধর্সী সর্গা । -সর্গা ধা পমা মা I পা -া পধা -ণা । -ধা ধা ধা -ণা I  
০ ০ পা০ রে০ ০র্ আ শা০ য় তা ০ ডা০ ০ ০ তা ডি ০

I -ধণধা -পা -া -া । -া -া -া -া I -া -া পা ধা । -সী সী সী সী I  
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স কা ল্ বে লা য়

I সী -রী রী -মী । গর্মর্গী -রী রী -র্গা I -র্গর্গরী -সর্সী -সী -া । -া -া পনা না I  
ধ র্ লা ম্ পা০০০ ডি ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার

I না -সী সী -া । -া সী রী -সনা I নসনা না ধপা -া । না -া নরী -সরী I  
দি ন্ যে ০ ০ গে ল ০০ স০০ ন্ ধা ০ ০ হ ০ ল ০ ০০

I -নসী -না -া -া । -া -া পনা না I না সী সী -া । -া সী নসী -রী I  
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্ দি ন্ যে ০ ০ গে ল ০ ০

I সরসী -গা বসগা -ধা । ধগধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । -গধা পমা মা -পা I  
স০০ ন্ ধা ০০ ০ হ০০ ০ ল০০ ০ ০ ০ ত০ বু ০০ না ০ কু ল

I পধা -া -া -া । -া -া -া -গা I -পা -গা -ধগা -পধা । -মপা -গমা -রগা -সা I  
পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I -গা -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া সা গা । গা -মা পা -মপা I  
ই ০ কু ০ ল্ কি না রা ০০ ০ না ০ ই ও ন ০ দী ০০

I -মা গা গপা মা । গা রসা -া সা I সা -া সা -া । -া -া -া -া II  
০ র্ কু ০ ল্ কি না ০ ০ রা না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া রগা গা । -া মা পা -মপা I -মা -গা গপমা মা । -গা রা সা -গা I  
০ ০ প ০ দ্যা ০ রে তো ০০ ০ র্ তু ০০ ফা ন্ দেই খা ০

I -া -া প্ গা । গা সা জ্জা -রা I রজ্জরা -সা -সা -া । -া -া -া -া I  
০ ০ প রা ন্ কাঁ পে ০ ড ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা রা । -মা মা মা মা I -া -া পা পা । -গা ধা গা -ধগধা I  
০ ০ ফেই লা ০ আ মা য ০ ০ মা রি স্ না তো ০০০

I -পা -া ধপা পা । -ধা পধপা পমা -পা I মপমা -া গা -া । -া -া -া -া I  
র্ ০ স ০ ব ০ না ০০ শা ০ ০ ব ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

ধসী সগা II -সগা ধা পমা মা । পা পা পধা -গা I -ধা ধা ধা -গা । -ধগধা -পা -া -া I  
এ ০ কে ০ ০০ আ মা ০ র্ ভা ০ গা ০ ০ ০ ত রি ০ ০০০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা । -সী সী সী সী I সী -রী রী -মী । গর্মগী -রী রী -গী I  
 ০ ০ মা ল্লা ছ য জ ন্ স ল্ লা ০ ক০০ ০ রি ০

I -রর্গর্গ -া -া -া । -া -া -সরী -গী I -রর্গর্গ -সরী -সী -া । -া -া -া -া I  
 ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধর্সী সর্গা । -সর্গা ধা পমা মা I পা পা পধা -ণা । -ধা ধা ধা -ণা I  
 ০ ০ এ০ কে০ ০০ আ মা০ র্ ভা ৎ গা০ ০ ০ ত রি ০

I -ধণধা -পা -া -া । -া -া -া -া I -া -া পা ধা । -সী সী সী সী I  
 ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ল্লা ছ য জ ন্

I সী -রী রী -মী । গর্মগী -রী রী -গী I -রর্গর্গ -সরী -সী -া । -া -া পনা না I  
 স ল্ লা ০ ক০০ ০ রি ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্

I না -সী সী -া । -া সী রী -সনা I নর্সনা না ধপা -া । না -া নরী -সরী I  
 না ০ য়ে ০ ০ দি ল ০০ কু০০ ড়া ল্ ০ ০ মা ০ রি০ ০০

I -নর্সী -না -া -া । -া -া পনা না I না -সী সী -া । -া সী নর্সী -রী I  
 ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্ না ০ য়ে ০ ০ দি ল ০ ০

I সর্সর্সী -া গর্সর্গা -া । ধণধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । গধা পমা মা -পা I  
 কু০০ ০ ড়া০০ ল্ মা০০ ০ রি০০ ০ ০ ০ কে০ ম নে০ পা০ ড়ে ০

I পধা -া -া -া । -া -া -া -ণা I -পা -ণা -ধণা -পধা । -মপা -মগা -রগা -সা I  
 যা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I -ণা -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া -া সা । -া -া -া -া II II  
 ই ০ কু০ ল্ কি না রা০০ ০ না ০ ০ ই ০ ০ ০ ০

**ভাওয়াইয়া**  
**তাল: দ্রুত দাদরা**  
**কথা ও সুর: আবদুল করিম**

আজি ভাল্ করিয়া বাজান রে দোতেরা  
 সুন্দরী কমলা নাচে ॥  
 ওরে কমলার নাচনে বাগিচার পিছনে,  
 চাঁদ ঝলমল হাসে রে ॥  
 ওরে, হেলিয়া নাচে দুলিয়া নাচে রে,  
 ও তার মাটিতে পাও না পড়ে ।  
 ওরে গগন নামিয়া নাচে ও,  
 যেন খঞ্জন পংখী নাচে রে ॥  
 ওমন সুন্দরী কমলা নাচে,  
 আজি ভাল্ করিয়া বাজান রে ঢাকুয়া ।  
 সুন্দরী কমলা নাচে ॥  
 ঘুরিয়া নাচে ঢলিয়া পড়ে রে,  
 ওর তার দ্যাহায় বসন নাই ।  
 ওরে পূবালী বাতাসে যেন ও,  
 উয়ার ক্যাশে খেলা করে রে ॥

{ সা সা -া	II	+ সা -া	জা		-া	-রজা	জা	I	+ সা	রা	-সা		০ গা	-া	-া	I
আ জি ০		ভা ০	হা		০	হা ০	ল্		ক	রি	০		য়া	০	০	
I গা	-া	সা		সা	সা	-া	I	রা	জা	-া		রসা	-রা	-া	I	
বা	০	জা		ন্	রে	০		দো	তো	০		রা	০	০		
I রা	-া	-মা		মা	গা	-া	I	রা	সা	-া		রা	-জা	-া	I	
সু	০	ন্		দ	রী	০		ক	ম	০		লা	০	০		
I সা	-রা	সা		-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	}		০সা	সা	-া	I
না	০	চে		০	০	০		০	০	০			ও০	রে	০	

220

I সা -া -রা | রমা -গা -রগা I -রা -া রা | রা গা -া I  
খ ০ ন্ জ০ ০ ০০ ন্ ০ প ৭ খী ০

I "পা -া -া | ধা -পা -ধা I পমা -া -া | গা রসা সা I  
না ০ ০ চে ০ হে রে০ ০ ০ ও ম০ ন্

I "রা -া -মা | মা গা -মা I রগা গা -া | রসা -রসা -া I  
সু ০ ন্ দ রী ০ ক০ ম ০ লা০ ০০ ০

I সা সা -া | -া -া -া I -া -া -া | সা সা -পা I  
না চে ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি ০

II {সা -া রা | -া রা -জা I সা -রা -সা | গা -পা -া I  
ঘু ০ রি ০ যা ০ না ০ ০ চে ০ ০

I সণা -া সা | -া সা -া I রা -া -জা | রা -জা -া I  
ঢ০ ০ লি ০ যা ০ প ০ ০ ড়ে ০ ০

[-া -া -া]

I রজা -মা -সা | -া -া -া I -া -া -া | সা সা -পা I  
রে হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে ০

সা সা -সা II "রা -া মা | মা -া মা I "পা -া -া | ধা -গা -া I  
ও তা র্ দে ০ ০ হা ০ য় ব ০ ০ স ন্ ০

I গধা -া সা | -পা -া পা I -া -া -া | {পা পা -গা I  
না০ ০ হা ০ ০ ই ০ ০ ০ ও রে ০

I পা -া -ধা | ধা -া -া I ধা -া -গা | ধা -গা -া I  
পূ ০ ০ বা ০ ০ লী ০ ০ প শ ০

I ধপা -ধা -পা | -পা -া -া I ধা -া -গা | ধা -গা -া I  
তা ০ ০ সে ০ ০ যে ০ ০ ন ০ ০

I গধা -া সা | -পা -া -া I -া -া -া } | সা সা -সা I  
ও০ ০ হো ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ যা র্

I	সা	-া	-রা		রমা	-গা	-রগা	I	-রা	-া	রা		-া	গা	-া	I
	ক্যা	০	০		শে	০	০০		০	০	থে		০	লা	০	
I	পা	-া	-া		ধা	-পা	-ধা	I	পমা	-া	-া		গা	রসা	সা	I
	ক	০	০		রে	০	হে		রে	০	০		ও	ম	০	ন্
I	রা	-া	-মা		মা	গা	-মা	I	রগা	গা	-া		রসা	-রসা	-া	I
	সু	০	ন্		দ	রী	০		ক	০	ম	০		লা	০০	০
I	সা	সা	-া		-া	-া	-া	I	-া	-া	-া		সা	সা	-পা	II II
	না	চে	০		০	০	০		০	০	০		আ	জি	০	

**লালনগীতি**  
**শিল্পী: আবদুল আলীম**  
**তাল: দ্রুত দাদরা**

ও যার আপন খবর আপনার হয়না  
 একবার আপনারে চিনতে পারলেরে ।  
 যাবে অচেনারে চেনা ॥

ও সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়  
 যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখনা  
 আমি ঘুরে এলাম সারা জগত্ রে  
 তবু মনের গোল তো যায় না ॥

ওসে অমৃত সাগরের সুধা  
 সুধা খাইলে জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা রয়না  
 ফকির লালন মরলো জল পিপাসায় রে  
 কাছে থাকতে নদী মেঘনা ॥

+				০				+				০			
II	{রসা	-রগরা	-া		সনা	-া	-না	I	সা	গা	-া		মা	পা	-া I
	ও০	০০০	০		যা০	০	র্		আ	প	ন্		খ	ব	০
I	-া	-পা	পণা		ধা	পা	-ধা	I	পমা	-পধপা	-পা		মা	-গা	-া } I
	০	র্	আ০		প	না	র্		হ০	০০০	য়		না	০	০
I	{-া	-া	-া		গা	মা	-মা	I	পা	পা	-র্সা		র্সা	র্সা	-া I
	০	০	০		এক্	বা	র্		আ	প	০		না	রে	০
I	র্সনা	-না	র্না		র্সা	-না	না	I	না	-র্না	-র্সর্না		-নর্সা	-া	-না } I
	চি০	ন্	তে		পা	র্	লে		রে	০	০০		০০	০	০
I	-া	-া	-া		না	না	-া	I	র্সা	র্সা	-র্না		র্সা	না	-র্সা I
	০	০	০		যা	বে	০		অ	চে	০		না	রে	০
I	ধা	-না	ধপা		-া	না	না	I	র্সা	র্সা	-র্না		র্সা	না	-র্সা I
	চে	০	না০		০	যা	বে		অ	চে	০		না	রে	০
I	ধা	-না	ধপা		-গা	ধা	-পা	I	মা	গা	-গা		মা	পা	পা I
	চে	০	না০		০	যা	র্		আ	প	ন্		খ	ব	র্



I	-া	-া	পণা		ধা	পা	-ধা	I	পমা-	পধপা	পা		মা	-গা	-া	II			
	০	০	আ০		পা	না	র্		হ০	০০০	য়		না	০	০				
গা	রসা	-সা	II	সা	গা	-গা		গা	গা	-মা	I	মগা	মা	-া		মা	পা	-া	I
ও	সাঁ০	ই		নি	ক	ট্		থে	কে	০		দূ০	রে	০		দে	খা	০	
I	-গা	-ধা	-পা		-মা	-পা	-গা	I	গা	-া	-া		-া	-া	-া	I			
	০	০	০		০	০	০		য়	০	০		০	০	০				
I	-া	-া	-া		রগা	গা	গা	I	গা	গা	মা		পা	পা	-গা	I			
	০	০	০		যে০	ম	ন্		কে	শ	র্		আঁ	ড়ে	০				
I	ধা	পধা	পা		পা	মগা	গা	I	পমা	-া	মা		গা	-া	-া	I			
	পা	হা০	ড়		লু	কা০	য়		দে০	০	খ্		না	০	০				
I	-া	-া	-া		গা	রসা	সা	I	সা	গা	গা		গা	গা	-মা	I			
	০	০	০		ও	সাঁ	ই		নি	ক	ট্		থে	কে	০				
I	মগা	মা	-া		মা	পা	-া	I	-পা	-ধা	-না		-া	-া	-া	I			
	দূ০	রে	০		দে	খা	০		০	০	০		০	০	০				
I	-নরী	-সী	-না		-ধা	-পা	-ধা	I	-পা	-া	-া		-া	-া	-া	I			
	০০	০	০		০	০	০		য়া	০	০		০	০	০				
I	-া	-া	-া		পা	মা	-পা	I	গা	গা	-মা		পা	পা	-গা	I			
	০	০	০		যে	ম	ন্		কে	শে	র্		আঁ	ড়ে	০				
I	ধা	পধা	-পা		পা	মগা	গা	I	পমা	-গমা	মা		গা	-া	-া	I			
	পা	হা০	ড্		লু	কা০	য়		দে০	০০	খ্		না	০	০				
I	{-া	-া	-া		গা	গা	-মা	I	পা	পা	-সী		সী	সী	সী	I			
	০	০	০		আ	মি	০		ঘু	রে	০		এ	লা	ম্				
I	না	না	-রী		সী	সী	-না	I	না	-রী	-সরী		-নরী	-া	-না	I			
	সা	রা	০		জ	গ	ত্		রে	০	০০		০০	০	০				

I	{-া	-া	-া		-া	না	না	I	সাঁ	সাঁ	-রাঁ		সাঁ	না	-সাঁ	I
	০	০	০		০	ত	বু		ম	নে	র্		গোল্	তো	০	
I	ধনা	-না	ধপা}		-া	ধা	পা	I	মা	গা	গা		মা	পা	পা	I
	যা০	য়্	না০		০	যা	র্		আ	প	ন্		খ	ব	র্	
I	-া	-া	পণা		ধা	পা	-ধা	I	পমা	-পধপা	পা		মা	-গা	-া	II
	০	০	আ০		প	না	র্		হ০	০০০	য়		না	০	০	
II	-া	-া	-া		গা	রসা	-া	I	সা	-া	গা		গা	মগা	-া	I
	০	০	০		ও	সে০	০		অ	০	ম্		ত	সা০	০	
I	গা	মা	মা		মা	পা	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	গ	রে	র্		সু	ধা	০		০	০	০		০	০	০	
I	-গা	-ধা	-পা		-মা	-পা	-গা	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-া		রগা	গা	-া	I	গা	গা	মা		পা	পা	-গা	I
	০	০	০		সু০	ধা	০		খা	ই	লে		জী	বে	র্	
I	ধা	ধপা	-া		পা	মা	পা	I	পমা	-া	মা		গা	-া	-া	I
	ক্ষু	ধা০	০		ত্	ষ্	না		র০	০	য়		না	০	০	
I	-া	-া	-া		গা	রসা	-া	I	সা	-া	গা		গা	গা	-া	I
	০	০	০		ও	সে০	০		অ	০	ম্		ত	সা	০	
I	গা	মা	মা		মা	পা	-া	I	-পা	-ধা	-না		-া	-া	-া	I
	গ	রে	র্		সু	ধা	০		০	০	০		০	০	০	
I	-নরাঁ	-সাঁ	-না		-ধা	-পা	-ধা	I	-পা	-া	-া		-া	-া	-া	I
	০০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-া		পা	মা	-পা	I	গা	গা	মা		পা	পা	-গা	I
	০	০	০		সু	ধা	০		খা	ই	লে		জী	বে	র্	

I	ধা	ধপা	-া		পা	মা	গা	I	পমা	-া	মা		গা	-া	-া	I
	ক্ষু	ধা০	০		ত্	ষ্	না		র০	০	য়		না	০	০	
I	{-া	-া	-া		গা	গা	মা	I	পা	পা	-সাঁ		সাঁ	সাঁ	সাঁ	I
	০	০	০		ফ	কি	র্		লা	ল	ন্		ম	র্	ল	
I	সঁনা	না	রী		সাঁ	সাঁ	-না	I	না	-রী	-সঁরী		-নসাঁ	-া	-না}	I
	জ০	ল্	পি		পা	সা	য়		রে	০	০০		০০	০	০	
I	{-া	-া	-া		-া	না	না	I	সাঁ	সাঁ	রী		সাঁ	না	-সাঁ	I
	০	০	০		০	কা	ছে		থা	ক্	তে		ন	দী	০	
I	ধনা	না	ধপা		-া	ধা	পা	I	মা	গা	গা		মা	পা	পা	II II
	মে০	ঘ্	না০		০	যা	র্		আ	প	ন্		খ	ব	র্	

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান

তাল: দাদরা

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা  
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা  
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা  
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি  
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি  
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি ॥  
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা, কোথায় উজল এমন ধারা  
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে  
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে ॥  
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূয় পাহাড়  
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে  
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ॥  
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি  
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে  
তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ॥  
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ  
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি  
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি ॥

II সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা + I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা \*পা -া I  
ধ ন ০ ধা ০ ন্য পু ০ প্প ভ রা ০ আ মা ০০ দের্ এ ই ব সু ০ ক রা ০  
I মা মা -া | ধা ধা -া I \*গা গা -া | -ধা পমা-গা I মা মা -া | ধা পধা-\*গা I গা ধা -া | -া ধা -া I  
তা হা র্ মা ষে ০ আ ছে ০ দেশ্ এ ক্ স ক ল্ দেশে ০ র্ সে রা ০ ০ ও সে  
I সী + সী। গা গধা পা I ধা \*ধা পা। মা গা -া I সা গা গা। মা পা \*পা I মগা মা +। -া -া -া I  
স্ব ০ প্প দি য়ে ০ তৈ ০ রি সে দেশ্ স্মৃ তি ০ দি য়ে ০ ঘে রা ০ ০০০  
I সীসী-া। সী -া সী I \*রী সী -া। গা ধা গা I পধা পা -া। ধা পধা\*গা I গা গা -া। -া -া -া I  
এ ম ন্ দেশ্ টি কোথা ও খুঁ জে ০ পা বে ০ নাকো ০ তু মি ০ ০০০  
I রীসী-া। গা ধা -া I পা -ধা পা। মা গা -া I সা গা -া। মা-রী রী I রী রী-া। -া সীসী I  
স ক ল্ দেশে র্ রা ০ গী সে যে ০ আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে যে  
I গা ধা গা। পধা \*গা গা\* I রা রা -া। -া রা গা I সা গা -া। মা -পা ধপা। মগা মা -া। -া -া -া II  
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে যে আ মা র্ জ ন্ ম ০ ভূ মি ০ ০০০  
II সা -া -সা | মা -া মা I মা -া -মা | মা মা + I মা মা -গপা | পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা \*পা -া I  
চ ন্ দ্র সূ ০ র্ য গ্র হ ০ তা রা ০ কো থা ০ য় উ জ ল্ এ ম ন্ ধা রা ০

I মগা মা -া | ধা ধা -া I গা গা -া | ধা পমা-গা I মা মা -া | ধা পধা-গা I গা ধা -া | -া ধা -া I  
কো থা য় এ ম ন্ খে লে ০ ত ডি ত্ এ ম ন্ কা লো ০ মে ঘে ০ ০ তা র্

I সী সী -া | গা গধা -পা I ধা গধা পা | মা গা -া I সা গা -া | মা পা গা I মগা মা । -া -া -া I  
পা খি র্ ডা কে ০ য় মি য়ে উ ঠি ০ পা খি র্ ডা কে ০ জে গে ০ ০০০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা -া I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা -া পা | পক্ষা গা -া I  
এ ত ০ লি ০ ক্ষ ন দী ০ কা হা র্ কো থা য় এ ম ন্ ধু ০ ম্র পা হা ড়

I মগা মা -া | ধা ধা -া I গা গা -া | ধা পমা-গা I মা মা -া | ধা পধা-গা I গা ধা -া | -া ধা -া I  
কো থা য় এ ম ন্ হ রি ত্ ক্ষে ত্র ০ আ কা শ্ ত লে ০ মে শে ০ ০ এ মন

I সী -া -সী | গা গধা পা I ধা গধা পা | মা গা -া I সা গসা -গা | মা পা গা I মগা মা । -া -া -া I  
ধা নে র্ উ প র তে উ খে লে যা য় বা তা স্ কা হা র্ দে শে ০ ০০০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা -া সা | মা -া মা I মা -া মা | মা মা । I মা মা গপা | পা -া পা I পা পা -া | পক্ষা গা -া I  
পু ০ ম্পে পু ০ ম্পে ভ রা ০ শা খী ০ কু ০ জে কু ০ জে গা হে ০ পা খী ০

I মগা -া মা | ধা ধা -া I গা গা -া | ধা পমা-গা I মা -া মা | ধা পধা-গা I গা ধা -া | -া ধা -া I  
গু ০ জ় রি যা ০ আ সে ০ অ লি ০ পু ০ জে পু জে ০ ধে য়ে ০ ০ তা রা

I সী -া -সী | গা গধা -পা I ধা গধা পা | মা গা -া I সা গসা -গা | মা পা গা I মগা মা । -া -া -া I  
ফু লে র্ উ প র্ য় মি য়ে প ড়ে ০ ফু লে র্ ম ধু ০ খে য়ে ০ ০০০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা সা -া | মা মা -া I মা -া মা | মা মা -া I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা গা -া I  
ভা য়ে র্ মা য়ে র্ এ ত ০ ল্লে হ ০ কো থা য় গে লে ০ পা বে ০ কে হ ০

I মগা মা -া | ধা ধা -া I গা গা -া | ধা পমা-গা I মা -া মা | ধা পধা-গা I গা ধা -া | -া ধা -া I  
ও মা ০ তো মা র্ চ র ন্ দু টি ০ ব ০ ক্ষে আ মা র্ ধ রি ০ ০ আমা র্

I সী -া -সী | গা গধা পা I ধা গধা পা | মা গা -া I সা গসা গা | মা পা গা I মগা মা । -া -া -া I  
এ ই দে শে তে ০ জ ০ ন্ন য়ে ন ০ এ ই দে শে তে ০ ম রি ০ ০০০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

\* গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি নাট্যসংগীত 'সাজাহান' নাটকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও এই গানটিতে মূলত আমাদের দেশের নৈসর্গিক রূপ বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গণমানুষের কণ্ঠে সর্বাধিক

গীত গানগুলোর মধ্যে এই গানটি অন্যতম।

## রজনীকান্ত সেনের গান

তাল: দাদরা

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই ।  
 দীন দুখিনী মা যে তোদের, তার বেশি আর সাধ্য নাই ॥  
 ওই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ।  
 আমরা এমনি পাষণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষে চাই ॥  
 ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই;  
 তবু তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা কিনে করলি ঘর বোঝাই ॥  
 আয়রে আমরা মায়ের নামে, এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই—  
 ‘পরের জিনিস কিনবো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিস’ পাই ॥

+                      0                      +                      0  
 II { ন্ সা -া । গা গা -মা I পা পা -া । (\*না না -া I  
 মা য়ে র্ দেও রা 0 মো টা 0 কা প ড়  
 I স্ সা স্ -া । স্ সা -না I ধা -না ধা । পা -া -া I  
 মা থা য় তু লে 0 নে 0 রে ভা 0 ই  
 I পা -া ধা । ধ্ সা গা -ধা I পা -ধা পা । মা গা -া I  
 দী ন্ দু খি 0 নী 0 মা 0 যে তো দে র্  
 I গা -রা গা । গমা -পধাঃ পঃ I গা -া রা । সা -া -া } II  
 তা র্ বে শী 0 00 আর্ সা 0 ধ্য নাই 0 0  
 পা -া II {মা পা -া । না না -স্ I স্ -া স্ । স্ না -া I  
 ও ই মো টা 0 সু তো র্ স ং গে মা য়ে র্  
 I স্ সা -র্গা । র্ সা স্ -স্ I না -া না । স্ (পা -া) } I-পা পা I  
 অ পা র্ স্নে হ 0 দে খ্ তে পাই ও ই আম্ রা  
 I পা -া ধ্ সা । স্ গা -ধা I পা -ধা পা । মা গা -া I  
 এ ম্ নি 0 পা ষা গ্ তা ই ফে লে ও ই  
 I গা গা -মা । গমা -পা মা I গা -া রা । সা -া -া II  
 প রে র্ দো 0 0 রে ভি 0 ক্ষে চা 0 ই

পা -া II {মা া পা । না না-সী I সী সী -া । সী সী -না I  
ও ই দুঃ ০ খী মা য়ে র্ ঘ রে ০ তো দে র্

I সী সী -গী । রী সী -রী I সী -া না । সী (পা -া)} I পা পা I  
স বা র্ প্র চু র্ অ ন্ ন নাই ও ই ত বু

I পা -া ধা । সী গধা -পা I পা মা -পা । মা গা -া I  
তা ই বে চে কাঁ ০ চ্ সা বা ন্ মো জা ০

I গা গা -মা । পা -া মা I গা -রা গা । সী -া -া II  
কি নে ০ ক র্ লি ঘ র্ বো বা ০ ই

-া -া II পমা -পা পা । সী না না -সী I না সী -া । সী সী -না I  
০ ০ আ ০ য় রে আ ম্ রা মা য়ে র্ না মে ০

I সী -া গী । রী -া সী I না -া না । সী -া -া} I  
এ ই প্র তি ০ জ্ঞা ক র ব ভা ০ ই

I পা পা -ধা । ধসী গা -ধা I পা -ধা পা । মা গা গা I  
প রে র্ জি ০ নি স্ কি ন বো না য দি

I গা গা -া । পা মা -া I গা গা -রা । সা -া -া II II  
মা য়ে র্ ঘ ০ রে র্ জি নি স্ পা ০ ই

\* ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উত্তাল দেশ। আন্দোলনের তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনে গানটি রচনা করেন রজনীকান্ত সেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এই গানটির।

## অতুলপ্রসাদ সেনের গান তাল: দাদরা

মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা!  
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা ॥

কী যাদু বাংলা গানে-  
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে ।  
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥  
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা,  
আনল দেশে ভক্তিদারা-  
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা ? ॥  
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,  
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন-  
ওই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা ॥

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,  
আনল মালা জগৎ জিনে-  
তোমার চরণ-তীর্থে মা গো জগত করে যাওয়া-আসা ॥  
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে,  
ডাক্নু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে;  
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাক্ষ হলে কাঁদা-হাসা ॥

II { সন্ সা -া । গা গা -া I গা গা -মা । মা পা -ধা I  
মো০ দে র্ গ র ব্ মো দে র্ আ শা ০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -া } I  
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা যা ০

[ মগা ]

I { মা মা -পা । পা পা -দা I পা পা -দা । পা গদা -পমা I  
তো মা র্ কো লে ০ তো মা র্ বো লে০ ০০

I মা মা -পা । মপা -মা গা I সা গা -া । মা পা -ধা I  
ক ত ই শা০ ন্ তি ভা লো ০ বা সা ০

I -মপা -া (-া । -া -া -া)} I মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II  
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা যা ০০



II -া -া মা । পা না -া I {না -সাঁ সা । সা রঁসা -না I  
 ০ ০ কী যা দু ০ বা ঙ্ লা গা নে০ ০

I সা -া [সঁরঁগাঁ] রঁ সা -রঁসনা I না না া । সা সা -রা I  
 গা ন্ গে০ যে দাঁ ০০ড্ মা ঝি ০ টা নে ০

I {(-নসাঁ -া মা । পা না া)} I -নসাঁ -া সা । সঁনা সা নঁসঁরা I  
 ০০ ০ কী যা দু ০ ০০ ০ গে য়ে০ গা ০০ন্

I সঁরা সা -গা । ধা পমা -া I পা -পধগা গা । গ্ধা পাঃ -ধপঃ I  
 না০ চে ০ বা উ০ ল্ গা ০০ন্ গে য়ে০ ধা ০ন্

I মপা মগা -া । (মা পা -া I -া -া সা । সঁনা সা -নঁসঁরা)} I মা গমা -পদা I  
 কা০ টে০ ০ চা ষা ০ ০ ০ গে য়ে০ গা ০০ন্ চা ষা০ ০০

I মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II  
 ০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

II -া -া মা । পা না না I {না সা -া । সা রঁসা -না I  
 ০ ০ ঐ ভা ষা তেই নি তা ই গো রা০ ০

I সা -া [সঁরঁগাঁ] রঁ সা -রঁসনা I না না -া । সা সা -রা I  
 আ ন্ ল০ দে শে ০০০ ভ ক্ তি ধা রা ০

I (-নসাঁ -া মা । পা না না)} I -নসাঁ -া সা । সঁনা সা -নঁসঁরা I  
 ০০ ০ ঐ ভা ষা তেই ০০ ০ আ ছে০ ক ০০ই

I {সঁরা সা -গা । ধা পমা -া I পা -পধগা গা । গ্ধা -পা ধপা I  
 এ০ ম ন্ ভা ষা০ ০ এ ম০০ ন্ দু০ ক্ খ০

I মপা মগা গা । (মা পা -া I -া -া সা । সঁনা সা নঁসঁরা)} I মা গমা -পদা I  
 শ্রা০ ০ন্ তি না শা ০ ০ ০ আ ছে০ ক ০০ই না শা০ ০০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II  
 ০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

২০০ II -া -া মা । পা না না I {না সা সা । সা রঁসা -না I  
 ০ ০ বিদ্ দা প তি চ গ্ ডী গো বি০ ন

I	সাঁ	-াঁ	[সঁরঁগাঁ]	রাঁ	সাঁ	-রঁসঁনা	I	না	না	-াঁ	।	সাঁ	সাঁ	-রাঁ	I	
	হে	ম্	মঁ	ধু	ব	০০ঙ্		কি	ম	০		ন	বী	০		
I	(-নসাঁ	-াঁ	মা	।	পা	না	না)	I	-নসাঁ	-াঁ	সাঁ	।	সঁনা	সাঁ	নসঁরাঁ	I
	০০	ন্	বিদ্		দাঁ	প	তি		০০	ন	ঐ		ফুঁ	লে	রিঁ০০	
I	{সঁরাঁ	সাঁ	-গাঁ	।	ধা	পমা	-াঁ	I	পা	-পধগাঁ	গাঁ	।	গধা	পা	-ধপা	I
	মঁ	ধু	র্		র	সেঁ	০		বাঁ	০০ধ্	ল		সুঁ	খে	০০	
I	মপা	মগাঁ	-াঁ	।	(মা	পা	-াঁ	I	-াঁ	-াঁ	সাঁ	।	সঁনা	সাঁ	নসঁরাঁ)	I
	মঁ	ধু	র্		বা	সা	০		০	০	ঐ		ফুঁ	লে	রিঁ০০	II
													বা	সাঁ	০০	
I	মপা	-াঁ	মা	।	গা	রসা	-রা	I	গা	-াঁ	মগাঁ	।	রা	সা	-রসা	II
	০০	০	আ		ম	রিঁ	০		বা	ঙ্	লাঁ		ভা	ষা	০০	
II	{মা	পা	পা	।	না	না	-াঁ	I	না	সাঁ	-াঁ	।	সাঁ	রঁসাঁ	-না	I
	বা	জি	রে		র	বি	০		তো	মা	র্		বী	গেঁ	০	
I	সাঁ	-াঁ	[সঁরঁগাঁ]	রাঁ	সাঁ	-রঁসঁনা	I	না	না	-াঁ	।	সাঁ	সাঁ	-রাঁ	I	
	আ	ন্	লঁ		মা	লা	০০০		জ	গ	ত্		জি	নে	০	
I	(-নসাঁ	-াঁ	-াঁ	।	-াঁ	-াঁ	-াঁ)	I	-নসাঁ	-াঁ	সাঁ	।	সঁনা	সাঁ	নসঁরাঁ	I
	০০	০	০		০	০	০		০০	০	তো		মার্	চ	রঁ০ণ্	
I	{সঁরাঁ	সাঁ	-গাঁ	।	ধা	পমা	-াঁ	I	পা	পধগাঁ	-াঁ	।	গধা	পা	-ধপা	I
	তীঁ	র্	থে		আ	জিঁ	০		জ	গঁ	ত্		কঁ	রে	০০	
I	মপা	মগাঁ	-াঁ	।	(মা	পা	-াঁ	I	-াঁ	-াঁ	সাঁ	।	সঁনা	সাঁ	নসঁরাঁ)	I
	যাও	য়াঁ	০		আ	সা	০		০	০	তো		মার্	চ	রঁ০ণ্	II
													আ	সাঁ	০০	
I	-মপা	-াঁ	মা	।	গা	রসা	-রা	I	গা	-াঁ	মগাঁ	।	রা	সা	-রসা	II
	০০	০	আ		ম	রিঁ	০		বা	ঙ্	লাঁ		ভা	ষা	০০	
II	-াঁ	-াঁ	মা	।	পা	না	না	I	{না	সাঁ	-াঁ	।	সাঁ	রঁসাঁ	-না	I
	০	০	ঐ		ভা	ষা	তেই		প্র	থ	ম্		বো	লেঁ	০	
I	সাঁ	-াঁ	[সঁরঁগাঁ]	রাঁ	সাঁ	-রঁসঁনা	I	না	-াঁ	না	।	সাঁ	সাঁ	-রাঁ	I	
	ডা	ক্	নুঁ		মা	য়ে	০০০		মা	০	মা		ব	লে	০	

I (-নর্সী -া মা । পা না না )} I -নর্সী -া সী । সর্না সী নর্সর্না I  
 ০০ ০ ঐ ভা যা তেই ০০ ০ ঐ ভা০ যা তে০ই

I {সর্না -সী গা । ধা পমা -া I পা -পধনা গা । গধা পা -ধপা I  
 ব০ ল্ ব হ রি০ ০ সা ০০ঙ্ গ হ০ লে ০০

I মপা মগা -া । (মা পা -া I -া -া সী । সর্না সী নর্সর্না)} I মা গমা -পদা I  
 কাঁ০ দা০ ০ হা সা ০ ০ ০ ঐ ভা০ যা তে০ই হা সা০ ০০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II II  
 ০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা যা ০০

\* প্রথম বাঙালি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার অর্জনের প্রেক্ষিতে ১৯১৩ সালে গানটি রচিত হয়। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে এই গানটি ছিল ভাষা সৈনিকদের প্রেরণার উৎস।

## দেশাত্মবোধক গান

কথা: ফজল-এ-খোদা

সুর: ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান

### তাল: দ্রুত দাদরা

যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে  
যে দেশেতে কলমি কমল কনক হয়ে হাসে  
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

যে দেশেতে বজরা পানসি উজান ভাটি চলে,  
যে দেশেতে মাঝি মাঝা নতুন কথা বলে,  
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

যে দেশেতে নদ নদীরা এক সাগরে মেশে  
আমরা সবাই নিত্য খুশি সে দেশ ভালবেসে ।

যে দেশেতে কাঁথের কলসী নদীর ঘাটে আসে,  
যে দেশেতে খুশির জোয়ার সকল বারো মাসে,  
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

+	০	+	০
II {সা -৮ গা । গা (গা -মা) I মা -৮ পা । পা পা -৮ I			
যে ০ দে শে তে ০ শা প্ লা শা লু ক্			
I পা (পা -ধা) । না ধপা -৮ I ধা পমা -৮ । -৮ -৮ -৮ I			
ঝি লে র্ জ লে ০ ০ ভা সে ০ ০ ০ ০ ০			
I মরা -৮ মা । মা (মা -পা) I মপা -৮ পা । পা পা -৮ I			
যে ০ ০ দে শে তে ০ ক ০ ল্ মি ক ম ল্			
I পা (পা -ধা) । না ধপা -৮ I ধা পা -৮ । -৮ -৮ -৮ I			
ক ন ক্ হ য়ে ০ ০ হা সে ০ ০ ০ ০ ০			
I পা পা ধা । না সী -সী I (নসী -না) পা । ধা পমা -৮ I			
সে ই আ মা দে র্ জ ০ ন্ ম ভূ মি ০ ০			
I পধা -৮ ধা । ধা (ধা -পা) I পা -৮ পা । (পা -সা) -৮ I			
মা ০ ০ ত্ ভূ মি ০ বা ৭ লা দে শ ০			

I {ধর্সী া সী । না I

I সরা -া রা । সা -া -া I (মধা -া ধা । পা) -া -া I  
বা০ ৎ লা দে ০ শ বা ৎ লা দে ০ শ

I -া -া -া । -া -া -া } II  
০ ০ ০ ০ ০ ০

II {গা -া পা । ধা (ধা -সী) I সী -া সী । সী -া সী I  
যে ০ দে শে তে ০ ব জ রা পা ন্ সি

I সী (সী -রী) । গী (রী -সী I রী সী -া । -া -া -া I  
উ জা ন ভা টি ০ চ লে ০ ০ ০ ০

I সী -া রী । রমা গী -া I রী -া সী । না -া ধা I  
যে ০ দে শে ০ তে ০ মা ০ ঝি মা ল্ লা

I রা (ধা -না) । সী নী -া I ধা পা -া । -া -া -া } II  
ন তু ন ক থা ০ ব লে ০ ০ ০ ০

II {ধ্ণা -া ণা । ণা ণা -া I ণা -া সা । সা সা -া I  
যে ০ ০ দে শে তে ০ ন দ্ ন দী রা ০

I সা -া রা । গা রসা -া I রা -া সণা । -া -া -া I  
এ ক্ সা গ রে ০ ০ মে ০ শে ০ ০ ০ ০

I সা -া রা । রমা মা -া I মা -া মা । মা (মপা মা) I  
আ ম্ রা স০ বা ই নি ত্ ত খু শী ০ ০

I গা (গা -মা) । গা রসা -া I রা গা -া । -া -া -া I  
সে দে শ্ ভা ল০ ০ বে সে ০ ০ ০ ০

I রা (রা -মা) । গা রসা -া I সা -া -সা । -া -া -া I  
সে দে শ্ ভা ল০ ০ বে সে ০ ০ ০ ০

II {গা -া পা । ধা (ধা -সাঁ) I সাঁ সাঁ -া । সাঁ -া সাঁ I  
যে ০ দে শে তে ০ কাঁ খে ব্ ক ল্ সী

I সাঁ (সাঁ -রা) । গাঁ রসাঁ -া I রাঁ সাঁ -া । -া -া -া I  
ন দী ব্ ঘা টে০ ০ আ সে ০ ০ ০ ০

I সাঁ -া রাঁ । রঁমা গাঁ -া I রাঁ সাঁ -সাঁ । না নধা -া I  
যে ০ দে শে০ তে ০ খু শী ব্ জো যা০ র

I ধা (ধা -না) । সাঁ না -া I ধা পা -া । -া -া -া II II  
স ক ল বা রো ০ মা সে ০ ০ ০ ০

## দেশাত্মবোধক গান

কথা: মাসুদ করিম  
সুর: ধীর আলী মিয়া  
তাল: দাদরা

ধানে ভরা গানে ভরা  
আমার এদেশ ভাই  
ফুলে ভরা ফলে ভরা  
এমন দেশ আর নাই।  
রাখাল যেমন বাজায় বাঁশি  
রাখালী গায় বারোমাসী  
এমন জারি-সারি-ভাটিয়ালী  
কোথায় গেলে পাই ॥  
আমি দেশের ক্ষেতখামারে  
আশার স্বপন গড়ি  
মাঠের সোনা ঘরে তুলে  
আমি গোলা ভরি।  
এই দেশেতে জন্ম আমার  
সেই তো জানি গর্ব আমার  
এসো এই দেশেরই তরে মোরা  
জীবন দিয়ে যাই।

+	০	+	০
II {রমা মা -া   পা ধা -মা I মা মা -া   রা সা -া I			
ধা ০ নে ০	ভ রা ০	গা নে ০	ভ রা ০
I রমা মা -া   পা ধা -পা I পা -া -া   -া -া -া I			
আ ০ মা র এ দে শ ভা ০ ০ ০ ০ ০ ই			
I সা র্সা -এ   না না -া I ধা ধা -া   ধা ধমা -পা I			
ফু লে ০ ০ ভ রা ০ ফ লে ০ ০ ভ রা ০ ০			
I ধা ধা -া   পা মা -া I মা -া -পমা   -রা -সা -া I			
এ ম ০ ন দেশ আ র না ০ ০০ ০ ০ ই			
I রগা গা -া   মা ধপা -া I মা -া -া   -া -া -া} II			
এ ০ মন ন দেশ আ ০ র না ০ ০ ০ ০ ই			

II	{ধা	সাঁ	-াঁ		রাঁ	রাঁ	-জ্ঞাঁ	I	জ্ঞাঁ	জ্ঞাঁ	-াঁ		জ্ঞাঁমা	-রজ্ঞাঁ	-াঁ	I
	রা	খা	ল		যে	মন	বা		জা	য়	বাঁ		০	০০	০	
I	জ্ঞাঁ	-াঁ	-াঁ		-াঁ	-াঁ	-াঁ	I	-াঁ	-াঁ	-াঁ		-মজ্ঞাঁ	-রাঁ	-াঁ	I
	শি	০	০		০	০	০		০	০	০		০০	০	০	
I	রাঁ	রাঁ	-জ্ঞাঁ		রাঁ	সাঁ	-গাঁ	I	না	না	-াঁ		সজ্ঞাঁ	-রাঁ	জ্ঞাঁ	I
	রা	খা	০		লী	গা	য়		বা	রো	০		মা০	০	০	
I	সরাঁ	-াঁ	-সাঁ		-াঁ	-াঁ	-াঁ}	I	-াঁ	-াঁ	-াঁ		{সাঁ	রাঁ	-াঁ	I
	সী০	০	০		০	০	০		০	০	০		এ	ম	ন	
I	রঁমা	মা	-াঁ		মা	পঁমা	-াঁ	I	জ্ঞাঁ	মজ্ঞাঁ	-াঁ		রাঁ	-রাঁ	-সাঁ	I
	জা০	রি	০		সা	রি০	০		ভা	টি০	০		য়া	লী	০	
I	সজ্ঞাঁ	জ্ঞাঁ	-াঁ		রাঁ	সাঁ	-াঁ	I	গা	-াঁ	-াঁ		-ধণ্ণা	-পা	-াঁ	I
	কো০	থা	য়		গে	লে	০		পা	০	০		০০০	০	ই	
I	পগা	গা	-াঁ		ধা	পা	-াঁ	I	মা	-াঁ	-াঁ}		-াঁ	-াঁ	-াঁ	II
	এ	ম	ন		দেশ	আ	র		না	০	ই		০	০	০	
II	সা	সা	-জ্ঞাঁ		জ্ঞাঁ	জ্ঞাঁ	মা	I	মা	-াঁ	মা		মা	মপা	দা	I
	আ	মি	০		দে	শে	র		ক্ষে	ত্	খা		মা	রে০	০	
I	দা	দা	-াঁ		পা	মা	-জ্ঞাঁ	I	মা	-াঁ	-াঁ		মা	রদা	-াঁ	I
	আ	শা	র		ষ	প	ন		গ	০	০		ড়ি	০	০	
I	দা	দা	-াঁ		পা	মা	-জ্ঞাঁ	I	মা	-াঁ	-াঁ		মা	রদা	-াঁ	I
	আ	শা	র		ষ	প	ন		গ	০	০		ড়ি	০	০	
I	মা	ধা	-াঁ		গা	গা	-সাঁ	I	সাঁ	সাঁ	-াঁ		সাঁ	সাঁ	-াঁ	I
	মা	ঠে	র		সো	না	০		ঘ	রে	০		তু	লে	০	
I	সাঁ	রঁসা	-াঁ		গা	ধা	-াঁ	I	গা	-াঁ	-াঁ		গা	-সা	-ধা	I
	আ	মি০	০		০	গো	লা		০	ভ	০		রি	০	০	



I ধা ণধা -া | পা মা -জ্ঞা I মা -া -া | মা -া -া} II  
আ মি০ ০ গো লা ০ ভ ০ ০ রি ০ ০

II ধা -া সা | রা রা -জ্ঞা I জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞমা রজ্ঞা -া I  
এ ই দে শে তে ০ জ ন্ ম আ০ ০০ ০

I জ্ঞা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I  
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া রা | -জ্ঞা -রা -জ্ঞা I -সরা -া -সা | -া -া -া I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ র

I -া -া -া | -া -া -া I রা -া জ্ঞা | রা সা -ণা I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ সে ই তো জা নি ০

I গা -া গা | সজ্ঞা -রা -জ্ঞা I সরী -া -সা | -া -া -া I  
গ র্ ব আ০ ০ ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I ধা -া সা | রা রা -জ্ঞা I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ র এ ই দে শে তে ০

I জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞমা -রজ্ঞা -া I জ্ঞা -া -া | -া -া -া I  
জ ন্ ম আ০ ০০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -মজ্ঞা -রা -া I রা -া -জ্ঞা | রা সা -ণা I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ র এ ই তো জা নি ০

I গা -া গা | সজ্ঞা -রা -জ্ঞা I সরী -া -সা | -া -া -া I  
গ র্ ব আ০ ০ ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০ র

I -া -া -া | {সা রা -া I রমা -া মা | মা পর্মা -া  
০ ০ ০ এ সো ০ ত০ ই দে শে রি০ ০

I জ্ঞা মজ্ঞা -া | রা রা -সা I সজ্ঞা জ্ঞা -া | রা সা -া I  
ত রে০ ০ মো রা ০ জী০ ব ন দি য়ে ০

I গা -া -া | -ধণধা -া -া I পণা গা -া | ধা পা -া I  
যা ০ ০ ০০০ ০ ই এ০ ম ন দেশ আ র

I মা -া -া} | -া -া -া II II  
না ০ ই ০ ০ ০

## দেশাত্মবোধক গান

কথা: মনিরুজ্জামান মনির

সুর: আলাউদ্দিন আলী

তাল: দাদরা

সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি  
ও আমার বাংলাদেশ  
প্রিয় জন্মভূমি ॥

জল সিঁড়ি নদী তীরে  
তোর খুশির কাঁকন যেন বাজে  
ও কাশবনে ফুলে ফুলে  
তোর মধুর বাসর বুঝি সাজে  
তোর একতারা হায় করে বাউল  
আমায় সুরে সুরে ॥

আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে  
তোর রাখাল হৃদয় জানি হাসে  
ও পদ্ম কাঁপা দীঘি-ঝিলে  
তোর সোনার স্বপন খেয়া ভাসে  
তোর এই আঙিনায় ধরে  
রাখিস আমায় চিরতরে ॥

II	সা	-া	সা		রা	গা	-া	I	মা	পা	-া		-া	-া	-া	I
	সূ	র্	যো		দ	য়ে	০		তু	মি	০		০	০	০	
I	পা	-া	ধা		-পা	মা	গা	I	রা	মা	-া		-া	-া	-া	I
	সূ	র্	যা		স্	তে	ও		তু	মি	০		০	০	০	
I {	-া	-া	গা		-া	মা	-গা	I	রা	-া	-া		-া	-া	-া	I
	০	০	ও		০	আ	০		মা	০	০		০	০	০	
I	-গা	-মা	মা		মা	মা	-া	I	মা	-া	-া		-া	-া	-মা	I
	০	র্	বা		ং	লা	০		দে	০	০		০	০	শ্	

I	গা	গা	-মগা		রা	-া	গা	I	রা	সা	-া		-া	-া	-া	} II
	প্রি	য়	০০		জ	ন্	ম		ভূ	মি	০		০	০	০	
II	পা	-া	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	জ	০	ল্		সি	ড়ি	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		মা	-া	-পা	I
	ন	দী	০		তী	রে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা		-া	ধা	-গা	I	[ধা	-া	-পা		মা	গা	-া	I
	ধু	০	শি		র্	কাঁ	০		ক	০	ন্		যে	ন	০	
I	রা	-া	-া		রা	-া	-া	I	-া	-া	গা		-রা	-সা	-রা	I
	বা	০	০		জে	০	০		০	০	ও		০	০	০	
I	পা	-া	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	কা	০	শ্		ব	নে	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		মা	-া	-পা	I
	ফু	লে	০		ফু	লে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা		-া	ধা	-গা	I	[ধা	-া	-পা		মা	গা	-া	I
	ম	০	ধু		র্	বা	০		শ	০	র্		বু	ঝি	০	
I	রা	-া	-া		রা	-া	-া	I	-া	-া	-া		-রা	-া	-গা	I
	সা	০	০		জে	০	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	মা	-া	মা		-া	মা	-পা	I	মা	-া	-গা		সা	সা	-রা	I
	এ	ক্	তা		০	রা	০		হা	০	য়		ক	রে	০	
I	রা	-গা	গা		-গা	গা	-মা	I	গা	-া	-রা		সা	না	-া	I
	বা	০	উ		ল্	আ	০		মা	০	য়		সু	রে	০	
I	ধা	-া	-া		ধা	-া	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	সু	০	০		রে	০	০		০	০	০		০	০	০	

II	পা	পা	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	আঁ	কা	০		বাঁ	কা	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		মা	-া	-পা	I
	মে	ঠো	০		প	থে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা		-া	ধা	-গা	I	[ <sup>৭</sup> ধা	-া	-পা		মা	গা	-া	I
	রা	০	খা		ল্	হ	০		দ	০	য়		জা	নি	০	
I	রা	-া	-া		রা	-া	-া	I	-া	-া	গা		-রা	-সা	-রা	I
	হা	০	০		সে	০	০		০	০	ও		০	০	০	
I	পা	-া	পা		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	I
	প	০	দ্ব		কাঁ	পা	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া		মা	গা	-া	I	-া	-া	-া		মা	-া	-পা	I
	দী	ষি	০		ঝি	লে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা		-া	ধা	-গা	I	[ <sup>৭</sup> ধা	-া	-পা		মা	গা	-া	I
	সো	০	না		র্	স	০		প	০	ন্		খে	য়া	০	
I	রা	-া	-া		রা	-া	-া	I	-া	-া	-া		-রা	-া	-গা	I
	ভা	০	০		সে	০	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	মা	-া	মা		-া	মা	-পা	I	<sup>৭</sup> মা	-া	-গা		সা	সা	-রা	I
	এ	ই	আ		০	ঙি	০		না	০	য়		ধ	রে	০	
I	রা	-গা	-গা		-গা	গা	-মা	I	<sup>৭</sup> গা	-া	-রা		সা	না	-া	I
	রা	০	খি		স্	আ	০		মা	০	য়		চি	র	০	
I	ধা	-া	-া		ধা	-া	-া	I	-া	-া	-া		-া	-া	-া	IIII
	ত	০	০		রে	০	০		০	০	০		০	০	০	

## দেশাত্মবোধক গান

কথা ও সুর: আবু জাফর

তাল: কাহারবা

এই পদ্মা এই মেঘনা  
এই যমুনা সুরমা নদী তটে  
আমার রাখাল মন  
গান গেয়ে যায়  
এ আমার দেশ  
এ আমার প্রেম  
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে  
কত আনন্দ বেদনায়  
মিলন বিরহ সংকটে ॥

এই মধুমতি ধান সিঁড়ি নদীর তীরে  
নিজেকে হারিয়ে যেন  
পাই ফিরে ফিরে  
এক নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে  
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে ॥

এই পদ্মা এই মেঘনা  
এই হাজার নদীর অববাহিকায়  
এখানে রমনীগুলো নদীর মত  
নদী ও নারীর মত কথা কয়।  
এই অব্যাহত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে'  
নির্ভয় নীল আকাশ রয়েছে নুয়ে'  
যেন হৃদয়ের ভালবাসা হৃদয়ে ফুটে  
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে ॥

সা -সা II মা -া মা -া | -া -া মা -গা I পা -া পা -া | -া -া পা -মা I  
এ ই প ০ দ্বা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ না ০ ০ ০ এ ই

I মা পা ধা সা | ধা পা মা গা I মা -া মা -া | -া -া -া -া I  
য মু না সু র মা ন দী ত ০ টে ০ ০ ০ ০

I সী সী সী সী । সী গা ধা -পা I পা -গা গা ধা । ধা -া -া -া I  
আ মা র রা০ খা ল্ ম ন গা ন্ গে য়ে যা ০ ০ য়

I মা পা ধা -পগা । গা -া -া -গা I মা পা ধা পধা । ধা -া -া -া I  
এ আ মা ০র্ দে ০ ০ শ্ এ আ মা ০র্ থ্রে ০ ০ ম্

I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I  
আ ন ন্ দ০ বে দ না ০য় ০ মি ল নবি র হ সং ০

I মা -া -া মা । -া -া মা মগা I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I  
ক ০ ০ টে ০ ০ ক ত০ আ ন ন্ দ০ বে দ না ০য়

I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I মা -া -া -া । -া -া সা -সা I  
০ মি ল নবি র হ সং০ ০ ক ০ ০ টে ০ ০ এ ই

I মা -া মা -া । -া -া মা গা I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I  
প ০ দ্রা ০ ০ ০ এ ই মে ষ্ না ০ ০ ০ এ ই

I মা পা ধা সধা । স্ধা পা মা গা I মা -া মা -া । -া -া -া -া II  
য মু না সু০ র মা ন দী ত ০ টে ০ ০ ০ ০

ধা -গা I  
এ ই

II সী সী সী সী । সী সী রা গা I রা রা -া রা । রসী -গা -া -া I  
ম ধু ম তি ধা ন সি ডি ন দী র্ তী রে০ ০ ০ ০

I গা গা গা গা । গা গা সী রা I সী -সী সী সী । সী সী মা পা I  
নি যে কে হা রি যে যে ন পা ই ফি রে ফি রে এ ক্

I ধগা -া গা গা । গা গা সী রা I সী -গা গা গা । ধা ধা -া -া I  
নী ল্ টে উ ক বি তা র প্র চ্ ছ দ প টে ০ ০

I গা মা পা গা । গা মা পমগা -া I -া গা মা পমাঃ । ধা ধা পমা -া I  
আ ন ন দ বে দ না০০ য় ০ মি ল নবি র হ সং০ ০

I মা -া মা -া । -া -া সা -সা I মা -া মা -া । -া -া মগা -া I  
ক ০ টে ০ ০ ০ এ ই প ০ দ্বা ০ ০ ০ এ০ ই

I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I মা পা ধা সঁধা । ধা পা মা গা I  
মে ঘ্ না ০ ০ ০ এ ই য মু না সু০ র মা ন দী

I মা -া মা -া । -া -া -া -া II  
ত ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

-া -া সা -সা I  
০ ০ এ ই

II মা -া মা -া । -া -া মা -রা I রা -া রা -া । -া -া রা সা I  
প ০ দ্বা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ্ না ০ ০ ০ এ ই

I সা সা সগা গা । গা -া গা রা I মা মা -া -া । -া -া -া -া I  
হা জা র ন দী র অ ব বা হি কা ০ ০ ০ ০ য়্

I ধা ধা ধা ধা । ধা ধা গা <sup>সঁ</sup>পা I পা পা -া পা । পা গা -া -া I  
এ খা নে র ম গী ঙ্ লো ন দী র্ ম ত ০ ০ ০

I সা সপা পা পা । পা ধা গা ধপা I পধা পধা মা -া । -া -া ধা -গা I  
ন দী০ ও না রী র ম ত০ ক০ থা০ ক ০ ০ য়্ এ ই

II সঁ সঁ সঁ সঁ । সঁ সঁ রা -গা I রা -রা -া রা । রঁসঁগা -া -া -া I  
অ বা রি ত স বু জে র্ থা ন্ ত হুঁ য়ে০০ ০ ০ ০

I গা -গা গা -গা । গা গা সঁ -রা I সঁ সঁ সঁ সঁ । সঁ -সঁ মা পা I  
নি র্ ভ য়্ নী লা কা শ্ র য়ে ছে নু য়ে ০ যে ন

I ধা ধগা গা -গা । গা গা সঁ রা I সঁ সঁ গা গা । ধা -া -া -া I  
হু দ০ য়ে র্ ভা ল বা সা হু দ য়ে ফু টে ০ ০ ০

I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I  
আ ন ন দ০ বে দ না ০য়্ ০ মি ল নবি র হ সৎ ০

I মা মা মা -া । -া -া মা মা I গা মা পা পগা । গা মা পমগা -া I  
 ক ০ টে ০ ০ ০ ক ত আ ন ন দ০ বে দ না০০ য়

I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I মা -া মা -া । -া -া সা -সা I  
 ০ মি ল নবি র হ সং ০ ক ০ টে ০ ০ ০ এ ই

I মা -া মা -া । -া -া মা গা I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I  
 প ০ দ্বা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ না ০ ০ ০ এ ই

I মা পা ধা সধা । সধা পা মা গা I মা -া মা -া । -া -া -া -া II II  
 য মু না সু০ র মা ন দী ত ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

### অনুশীলনী

- ১। একটি স্বদেশ পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।
- ২। একটি প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।
- ৩। পূজা পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও।
- ৪। কাজী নজরুল ইসলামের একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন কর।
- ৫। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি রণসংগীত পরিবেশন কর।
- ৬। কাজী নজরুল ইসলামের একটি প্রার্থনামূলক গান পরিবেশন কর।
- ৭। একটি ভাটিয়ালি গান পরিবেশন কর।
- ৮। একটি ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন কর।
- ৯। একটি লালনগীতি পরিবেশন কর।
- ১০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গান গেয়ে শোনাও।
- ১১। রজনীকান্তসেন রচিত একটি স্বদেশবন্দনামূলক গান পরিবেশন কর।
- ১২। একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন কর।



# জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে হ্রাণে পাগল করে,

মরি হয়, হয় রে—

ও মা, অস্থানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হয়, হয় রে—

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

মা	পা	II	গা	মা	-গা	রা	-সা	-রসা	I	গা	-ধা	-রা	-রা	ধা	গা	I
আ	মার	সো	না	র	বা	০	০ঙ	লা	০	০	০	০	আ	মি		
I	সা	সরা	-গমা	।	-গমা	রা	সা	I	গা	সা	-রা	।	-রা	-সরা	-গমা	I
	তো	মা	০০	০০	০০	ভা	লো		বা	সি	০	০	০০	০		
I	-সা	II	সা	।	সা	সা	-রা	I	রমা	মা	-রা	।	পা	পা	-রা	I
	০	০	চি	র	দি	ন্	তো	০	মা	র	আ	কা	০			
I	-রা	-রা	সা	।	সা	সা	-রা	I	রমা	মা	-রা	।	পা	পা	-মা	I
	০	শ্	চি	র	দি	ন্	তো	০	মা	র	আ	কা	শ্			
I	পা	পা	-ধা	।	ধা	পা	-মা	I	পা	পা	-ধা	।	পা	পা	-রা	I
	তো	মা	০র	বা	তা	স্	আ	মা	০র	প্রা	ণে	০				
I	-রা	-রা	-রা	।	-রা	পা	সরা	I	পা	গা	-রা	।	ধা	পা	-ধা	I
	০	০	০	০	ও	মা	০	আ	মা	র	প্রা	ণে	০			
I	মপা	গা	-রা	।	মা	গমা	-পা	II								
	বা	জা	য়	বাঁ	শি	০										

-। -। মা গা I {মা ধা -।। ধা ধা -না I সী সী -রুগী। রা সী -রুসী I  
 ০ ও মা ফা ঙ ০ নে তো র্ আ মে ০র্ ব নে ০০

I না সী -নধা। -। ধা না I না সী -।। -রা -রুগী -রুরা I  
 দ্রা গে ০০ ০ পা গল্ ক রে ০ ০ ০০ ০

I -সী -। -।। -। (না না I না -। -।। -সী -। -। I  
 ০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ য়

I নসী -নরী সী। গা ধা -পমা)) I না না I না সী সী। সী সী -রা I  
 হা ০ ০ য় রে ও মা ০০ ও মা অ ০ দ্রা গে তো র্

I সী গা -।। ধা পা -মা I পা -গা গা। ধা পা -। I  
 ভ রা ০ ক্ষে তে ০ কী ০ দে খে ছি ০

I -। -। -।। -। সী সী I সী -। গা। ধা পা -ধা I  
 ০ ০ ০ ০ আ মি ০ কী ০ দে খে ছি ০

I মপা সী -।। মা গমা -পা II  
 ম ০ ধু র্ হা সি ০ ০

সা। সা রসা -গ্ II গা -। সা। রসা গ্ধা -। I -। -। ধা। ধা ধা -গা I  
 কী শো ভা ০ ০ কী ০ ছা যা ০ গো ০ ০ ০ ০ কী লে হ ০

I সা -গা গা। গা গমা -পা I -মপমা -গা গমা। গমগা সী -রা I  
 কী ০ মা যা গো ০ ০ ০ ০ ০ কী ০ আঁ ০ চ ল্

I রগা গা -।। মা পা -ধপা I মা গা -রসা। সা গা -। I  
 বি ০ ছা ০ য়ে ছ ০০ ব টে ০র্ মূ লে ০

I গা মা -গা। রা সা -রসা I গ্ সা -।। -রা -রগা -রগরা I  
 ন দী র্ কূ লে ০০ কূ লে ০ ০ ০০ ০০০

I -সা -। -।। -। মা গা I মা ধা -।। ধা ধা -না I  
 ০ ০ ০ ০ মা তো র্ মু খে র্ বা গী ০

I {সী সী -রুগী। রা সী -রুসী I না সী -নধা। -। ধা না I  
 আ মা ০র্ কা নে ০০ লা গে ০০ ০ সু ধা র্

I না সী -।। রা -রুগী -রুরা I -সী -। -।। -। (না না I  
 ম তো ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ম রি

I না -। -।। -সী -। -। I নসী -নরী -সী। গা ধা -পমা I  
 হা ০ ০ ০ ০ য় হা ০ ০ য় রে মা তো ০র্

I মা ধা -া । ধা ধা -না)) I না -না I না না-র্সা । সর্সা সর্সা-র্সা I  
 মু খে র্ বা গী ০ মা তোর ব দ ন্ খা নি ০

I সর্সা গা -া । ধা পা -মা I পা পা -ধা । ধা পা -া I  
 ম লি ন্ হ লে ০ আ মি ০০ ন য় ০

I -া -া -া । -া সর্সা সর্সা I সর্সা গা -া । ধা পা -ধা I  
 ০ ০ ০ ন্ ও মা ০ আ মি ০ ন য় ন্

I মপা মগা -া । মা গমা -পা II II  
 জ ০ লে ০ ভা সি ০ ০

## স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্যা

### ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি

- ১। শুদ্ধ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি
- ২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে—ড্যাশ বা আড়া চিহ্ন ব্যবহার হয় এবং তীব্র স্বর লেখার জন্য স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন—রে গ ধ নি এবং ম
- ৩। উদারা বা মস্ত্র সপ্তকের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন—নি ধ প ম
- ৪। তার সপ্তকের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন—সা রে গ ম
- ৫। স্বর দীর্ঘ হলে স্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন—সা - - রে গ প - - ম ।
- ৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবস্থান বা এস (s) চিহ্ন বলে, যেমন—ধ ন s । ধা ন্ ন । পূ ষ পে । ভ রা s ।
- ৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন—নি রে<sup>গ</sup> গ, গ<sup>ম</sup> প -<sup>রে</sup> গ - ।
- ৮। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্দ্র বসে যেমন—প গ সা ধ ।
- ৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—মা ধুরী । ক রে ছো । দাs ন, আ মা র
- ১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন—একমাত্রায় চার স্বর পথমপ = (প) সারেনিসা (সা)
- ১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের স্থানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন—

গমক

সা সা নি - ধ

নি s ত s s

খটকা

নি <sup>গ</sup> ম প

নি ত উ ঠ

- ১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়, যেমন—গমপ সা ধপ গমগ পমগরে সা-রেগ
- ১৩। অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—সা, ধ, গম,প
- ১৪। তালচিহ্ন স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহ্নসমূহ

সম এর গুণ চিহ্ন- ×

খালির গুণ্য চিহ্ন- o

খণ্ডের সংখ্যা- ২,৩,৪

খণ্ডের দাড়ি চিহ্ন । ।

যেমন— সা - ধ প । ম গ ম রে ।

আ s মা রো জী s ব নে

×

o

## ১৫। তাললিপি—ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

মাত্রা সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
বোল বা ঠেকা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা
তাল চিহ্ন	×			২				০				৩				×	

## আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। সর গ ম প ধ ন-সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা—প্, ধ্, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ, যথা—স্, র্, গ্।

২। কোমল র=ঋ, কোমল গ=ঙ, কড়ি ম=ক্ষ, কোমল ধ=দ এবং কোমল ন=ণ।

৩। ঋ=অতিকোমল ঋষভ। অতিকোমল ঋষভের স্থান স ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। ঙ্, দ্, ণ্=যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। ঋ=অনুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। ঙ্, দ্, ণ্=যথাক্রমে অনুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ।

৪। একমাত্রা=১, অর্ধমাত্রা=২, সিকিমাত্রা=০, দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা—সরা। চারটি সিকিমাত্রা; যথা—সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা; যথা—সরঃ, একটি সিকিমাত্রা; যথা—স০। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা; যথা—সঃগরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা—রাঃ গঃ।

৫। কোনো আসল স্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা—<sup>২</sup>রা<sup>১</sup>রা। আসল স্বরের পরে যদি কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা—রা<sup>১</sup>২।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাঙ্করের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক শুদ্ধতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি। সমে ও সম্ হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে I এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কালির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে। যথা—II II

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালান্ধ নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে (০) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে (১) তাহাতেই সম্ বুঝিতে হইবে।

৯। আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব-শেষে II II দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। আস্থায়ীর আরম্ভে, II এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু “” এরূপ উদ্ধৃতি— চিহ্নের মধ্যে পুন পুন লিখিত হইয়া থাকে।

১১। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা— সা। হয় এইখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই গুফবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্রবন্ধনী, যথা— { সা রা ( গা মা ) }। মা পা।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত [রা গা] স্বরগুলি স্থাপিত হয়, যথা—{ সা রা গা }। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা—I [ ] I, II [ ] II, আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

১৪। কোনো একটি স্বর যখন অন্য একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ মীড়— চিহ্ন থাকে, যথা— গা -পা।

১৫। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্শ্বে হাইফেন ( - ) বসে এবং গানের পঙ্ক্তিতে শূন্য ( ০ ) দেওয়া হয়।

যথা— সা -া -া -া। অথবা— সা -রা -গা -মা। একই স্বর

মা ০ ০ ০                      মা ০ ০ ০

একই স্বর পৃথক বোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন বসে; যথা—

যথা— সা -সা -রা -রা। অথবা— সা -সা -রা -রা।

মা ০ ০ ০                      গা ০ ০ ন্।

১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন ( - ) বসে,

যথা— সা -রা -গা -মা। সা -া -া -া।

গা ০ ০ ন্                      গা ০ ০ ন্

উচ্চারণ। স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে। = এ এবং ে= অ্যা, যেসকল বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনান্বিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘অবেলায়’ বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — অ বে লা য়। তেমনি ‘মনে’ বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — ম নে।



মুক্তিযুদ্ধের স্মরণ অঙ্গণ  
বাঈন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে এ সময় সৈনিকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযোদ্ধা মানুষকে  
মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস উদ্দীপিত করতে বিশেষ প্রচেষ্টা চালান করেছিলেন।

২০২২

শিক্ষাবর্ষ  
ষষ্ঠ-সংগীত

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে  
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য